

শুভেন্দুর থেকে ভালো মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন না। মিঠুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মেঃ শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জেলা প্রশাসন, পুলিশ আধিকারিক এবং স্থানীয় বিধায়কদের নিয়ে এই জরুরি বৈঠকের পর তাঁর সরাসরি ফলতায় চলে যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। তবে এই ব্যস্ত প্রশাসনিক সফর শুরু করার আগেই একবারে অন্য মেজাজে ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত কাজ শুরুর আগে তিনি সোজা পৌঁছে যান টলিউডের মেগাস্টার তথা চল্লিশের অন্যতম শীর্ষ তারকা নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর বাড়িতে। মহাশুর নীউটাউনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ একান্ত সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মিঠুন



চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিনেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানান, তিনি জনগণের ভোট এবং মানুষের আশীর্বাদ মাধ্যম নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন এবং দলীয় সিদ্ধান্তে আজ মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর এই দীর্ঘ ও কঠিন রাজনৈতিক লড়াইয়ের নেপথ্যে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি, তাঁদের মধ্যে মিঠুন চক্রবর্তী অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “মিঠুনদা বিগত এক বছর ধরে রাজ্যের দিকে দিকে ঘুরে অসংখ্য কর্মসভা করেছেন। দলের একেবারে নীচতলার কর্মীদের সঙ্গেই সময় বেষ্টির তরফে জানানো হয়েছিল, বর্তমানে এই আদালতে মামলার চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে আরজি কর কাণ্ডের দিকে সমগ্র রাজ্যবাসী চাচকের মতো তাকিয়ে রয়েছেন। তাই এই স্পর্শকাতর মুখোমুখি মুখে নিজের এমন অকুণ্ট প্রশংসা শুনে স্বভাবতই কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রূপালি পর্দার ‘মহাশূর’। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শুভেন্দু অধিকারীকে স্নেহের আঙ্গুলে জড়িয়ে ধরেন তিনি। এবার শুভেন্দুর কাজের প্রশংসা করে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্য শুভেন্দুর মতো এত ভাল মুখ্যমন্ত্রী পাওয়া ভারতের ব্যাপার। মিঠুন বলেন, “এর চেয়ে ভাল মুখ্যমন্ত্রী আর হবে না। পশ্চিমবঙ্গে এর থেকে ভাল মুখ্যমন্ত্রী পাবে না। শপথ নেওয়ার পর মুহূর্ত থেকে ইনি কাজ শুরু করেছেন। আগামী দিন আর কী কী হয়ে সকলে দেখবেন।”

নিট পেপার ফাঁসে পুণের অধ্যাপিকাকে গ্রেফতার করল সিবিআই

সংবাদ সংস্থা, পুনে, ১৬ মেঃ ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে যখন লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া দিরাতি এক করছেন, তখন পর্দার আড়ালে বসে সেই স্বপ্ন ব্রিক্ করছিল এমন প্রখ্যাত প্রশ্নকর্তাই। নিট ২০২৬-এর প্রথম ফাঁসের দস্তাবেজ এবার এক অবিশ্বাস্য মোড়। খোদ ন্যাশনাল টেসিং এজেন্সি বা এনটিএ-র প্রত্নপ্রাণ নির্ধারণ কর্মীটির সদস্য তথা পুণের এক নামী কলেজের বটানির অধ্যাপিকাকে গ্রেফতার করল সিবিআই। শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা পুণের ‘মডার্ন কলেজ অফ আর্টস সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স’-এর বটানির অধ্যাপিকা মণীষা মাক্কারেকে গ্রেফতার করেছে। সিবিআই-এর দাবি, মণীষাই হলেন বারোলাজি প্রশ্ন ফাঁসের অন্যতম প্রধান উৎস বা ‘মাস্টারমাইন্ড’। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হওয়া এই চক্রের পাণ্ডা তথা অবসরপ্রাপ্ত কেমিস্ট্রি প্রফেসর পিডি কুলকার্নিকে জেরা করেই মণীষার নাম সামনে আসে। তদন্তকারীরা জানান, অভিজ্ঞতার নির্দেশে মণীষাকে ‘এক্সপার্ট’ হিসেবে নিয়োগ করেছিল এনটিএ। বটানি, জুলজি প্রশ্নপত্রের উপর সম্পূর্ণ ‘অ্যাসেস’ ছিল ওই অধ্যাপিকার। সেই প্রশ্নই ছিল করে লাখ লাখ টাকা নিয়েছিলেন মণীষা।

মামলা ছেড়েছিলেন বিচারপতি মাস্তা

নতুন বেঞ্চ গঠন করলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মেঃ আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া নজিরবিহীন ঘটনার তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ায় এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মোড় এলা। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মাস্তা ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আচমকা এই হাইপ্রোফাইল মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর, বিষয়টি সরাসরি চলে যায় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। এর পরেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নির্দেশে আরজি কর মামলার শুনানির জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। এবার থেকে এই সংবেদনশীল মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলবে বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চে। আগামী সোমবারই এই নবগঠিত বেঞ্চে মামলাটির প্রথম শুনানির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগে গত শুনানির সময় বিচারপতি



রাজাশেখর মাস্তার বেঞ্চ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছিল। সেই সময় বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছিল, বর্তমানে এই আদালতে মামলার চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে আরজি কর কাণ্ডের দিকে সমগ্র রাজ্যবাসী চাচকের মতো তাকিয়ে রয়েছেন। তাই এই স্পর্শকাতর মুখোমুখি মুখে নিজের এমন অকুণ্ট প্রশংসা শুনে স্বভাবতই কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রূপালি পর্দার ‘মহাশূর’। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শুভেন্দু অধিকারীকে স্নেহের আঙ্গুলে জড়িয়ে ধরেন তিনি। এবার শুভেন্দুর কাজের প্রশংসা করে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্য শুভেন্দুর মতো এত ভাল মুখ্যমন্ত্রী পাওয়া ভারতের ব্যাপার। মিঠুন বলেন, “এর চেয়ে ভাল মুখ্যমন্ত্রী আর হবে না। পশ্চিমবঙ্গে এর থেকে ভাল মুখ্যমন্ত্রী পাবে না। শপথ নেওয়ার পর মুহূর্ত থেকে ইনি কাজ শুরু করেছেন। আগামী দিন আর কী কী হয়ে সকলে দেখবেন।”

ও নিবিড় আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই তাঁরা এই বেঞ্চ বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আইনি লড়াইয়ের এই টানটান উত্তেজনার মধ্যেই আদালত কক্ষে রাজ্য সরকারের পক্ষে আইনজীবীদের তরফ থেকে এক বড়সড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত মিলেছে। জানা গিয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের সামগ্রিক রহস্যভেদে রাজ্য সরকার সম্ভবত একটি উচ্চপর্যায়ের জুডিশিয়াল কমিশন বা বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন করতে চলেছে। রাজ্যের প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য, বিধানসভা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা আরজি কর ইস্যুতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করবে। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর এই জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের তোড়জোড় সেই পূর্বঘোষিত প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রক্রিয়াকেই

আরও দ্রুত ও মজবুত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। একদিকে আদালতের নজরদারিতে চলা তদন্ত এবং অন্যদিকে কমিশনের নিজস্ব অনুসন্ধান- এই দুই সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় আরজি কর মামলার গতিপ্রকৃতি আগামী দিন কোন দিকে যাবে, এখন সেটিই দেখার। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আরজি কর হাসপাতাল এবং সন্দেহস্থলীর মতো বহুচর্চিত ঘটনার সব ‘ফাইল খোলার’ যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, এই জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত তারই প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ। বর্তমানে যখন সিবিআই কেন্দ্রীয়ভাবে এই ঘটনার অপরামূলক তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রাজ্যের এই সমান্তরাল কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত পুরো মামলার অভিমুখ সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে।

‘এক ইঞ্চি জমিও ছোঁয়া যাবে না’

খনি লবির থাবা থেকে আরাবল্লিকে বাঁচাতে রিপোর্টের অপেক্ষা করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, সুপ্রিম কোর্ট, ১৬ মেঃ আরাবল্লি পাহাড়ের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নির্দেশের পরবেশ ও কঠোর পদক্ষেপ কলক দেশের সর্বোচ্চ আদালত। শনিবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আদালত-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পৃথানুপুথ্য বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত আরাবল্লির পাহাড়শ্রেণির এই ইঞ্চি জমিতেও কোনও রকম খননকার্য চালানো যাবে না। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ এ দিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, ‘আদালত-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল আরাবল্লি পাহাড়শ্রেণির একটি নতুন ও গ্রহযোগ্য সংজ্ঞা জমা না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে সব ধরনের খননকার্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।’ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত শনিবারের শুনানিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন, “সমস্ত সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে শক্তিশালী খনি লবির কারণে। আমাদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট- যে কোনও মামলা আরাবল্লির পরিবেশকে রক্ষা করা।” পাঁচ মাস আগে শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই আরাবল্লির নতুন ভৌগোলিক সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য এই বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন, এই নতুন সংজ্ঞা নিয়ে আদালত পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত গায়ে আঁচড়



বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিল। কেন্দ্রের প্রস্তাব ছিল- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নয়, বরং আশপাশের সমতল এলাকার চেয়ে ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ভূখণ্ডই কেবলমাত্র ‘আরাবল্লি পাহাড়’ বলে গণ্য হবে। তবে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কেন্দ্রের এই ফর্মুলার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। তা সত্ত্বেও,

‘এখন থেকে কারও তাঁবেদারি নয়, আপনাদের ফ্রি-হ্যান্ড দিলাম’

পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৬ মেঃ “আগে শাসকের আইন ছিল, এখন আইনের শাসন হবে।” পুলিশ প্রশাসনের আমূল সংস্কারে নেমে শুক্রবার এই ভাষাতেই কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে এক লহমায় ভেঙে দিলেন ‘পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড’। ডায়মন্ড হারবার থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বোর্ডগুলি আসলে রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড অত্যন্ত ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটি কার্যত একটি রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনে পরিণত হয়। এর ফলে সাধারণ পুলিশকর্মীদের কর্তা কল্যাণ হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ও বিজিতাশ্বর রাউতদের মতো কয়েকজন অফিসার যে বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন, তা স্পষ্ট। তাই আজ থেকেই পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পুলিশের দ্বারা কোনও সাধারণ নাগরিক যদি অত্যাচারিত হন, তবে তিনি সরাসরি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আইন সবার জন্য সমান। পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরে একগুচ্ছ বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “এই বোর্ডগুলো উগ্র ট্রেড ইউনিয়নের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। আমি এগুলো ভেঙে দিলাম। আগামী ৩ মাসের মধ্যে নতুন কিছু করা হবে।” এই নতুন রূপরেখা ও পুলিশ সংস্কারের পর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করার



না। টোটে, অটো বা হকারদের থেকে কেউ টাকা তুললেই সরাসরি অভিযোগ জানানোর জন্য আমজনতাকে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ প্রশাসন কীভাবে পরিচালিত হবে, তা স্পষ্ট করে সংহিতা-র আওতায় যে নিয়ম রয়েছে, সেই নিয়ম মেনেই এবার চলবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র আওতায় যে নিয়ম রয়েছে, সেই নিয়ম মেনেই এবার থেকে পুলিশকে চলতে হবে।” আইনভঙ্গকারী বা পুলিশের একাংশের দুর্নীতি নিয়ে যেমন সরব হয়েছেন, তেমনই কর্তব্যের পুলিশ কর্মীদের সুরক্ষাকবচ নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি

কথাও ঘোষণা করেন তিনি। রাষ্ট্রাঘাটে টোটে, অটো কিংবা হকারদের কাছ থেকে পুলিশের একাংশ বা স্থানীয় স্তরে যে টাকা তোলার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশ, টোলের নামে বা রাষ্ট্রায় গাড়ি খামিয়ে কোনও রকম তেলাবাজি বরাদ্দ করা হবে

স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের ওপর কোনও রকম আক্রমণ বা হামলা চালানো হলে সরকার তা বিদ্মুদ্রিত বরাদ্দ করবে না। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পূর্বতন তৃণমূল সরকার এবং ডায়মন্ড হারবারের বিদায়ী সাংসদকে তীব্র ভাষায় শাসনা করে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ

সম্পত্তি ভাঙচুর করবে, তাদের বিরুদ্ধে এবার নজিরবিহীন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে অভিযুক্তদের বাড়ির আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসপত্র পুলিশ বের করে নিয়ে আসবে। পরে সেগুলি বিক্রি করে সরকারি সম্পত্তি মেরামতের খরচ উসুল করবে সরকার। পুলিশের গাড়ি ও আত্মরক্ষা। খোদ পুলিশের গাড়িগুলির ‘ফিটনেস’ নিয়ে উন্মাদ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বহু পুলিশ গাড়ির দৃশ্যের শংসাপত্র নেই, চালকের লাইসেন্স নেই। সাধারণ মানুষকে আইন শেখানোর আগে পুলিশকে নিজেদের শুধরোদ করা দরকার। নিজেরা ঠিক হলে তবেই সমাজ ঠিক হবে। পুরসভার নজরদারি ও বেআইনি নির্মাণ। যে সমস্ত বহুতল বা বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা রয়েছে, পুরসভাকে দিয়ে সেগুলি দ্রুত পরীক্ষা করতে হবে। শহরের বেআইনি নির্মাণ রূপরেখা পুলিশ ও পুরসভাকে যৌথভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সরকারি দুর্নীতির তদন্ত। একশো দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প থেকে যারা বেআইনিভাবে বা অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা তুলেছে, তাদের দ্রুত খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশাসনিক অত্যন্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কর্তব্য পালনে কোনও রকম শিথিলতা দেখা গেলে বরাদ্দ করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে আত্মঘাতী বোমায় ওড়ানোর হুমকি! গার্ডেনরিচ থেকে গ্রেফতার আইটি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মেঃ রাজ্যে জমানা বদলের পর এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আল-কায়দার সাহায্যে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হল। গত ১৪ মে রাতে এই সংক্রান্ত একটি ইমেইল পৌঁছায় ভবানীপুর থানার ওসির কাছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসে লালবাজার ও ভবানীপুর থানার পুলিশ। রক্তদ্রাশ্য ও তদন্তের পর অবশেষে শুক্রবার গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে হাসনীন ইকবাল (২৭) নামে এক যুবককে

পাঠিয়েছিল, তিনি তার পূর্বপরিচিতি। মূলত ওই মহিলা এবং তাঁর পরিবারকে চরম বিপদে ফেলতেই এই মারাত্মক চক্রান্তের জাল বুনেছিল সে। তদন্তে নেমে ধৃত যুবকের ঘর থেকে জাল নোট (ফেক কারেন্সি) উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানতে পেরেছে, আইটি-র কাজ জানায় সাইবার প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত হাসনীন। এই প্রথম নয়, এর আগেও সে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে নির্বান কমিশন ও ভারত সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ



গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবক পেশায় আইটি-কর্মী বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত হাসনীন গার্ডেনরিচের গোলাম আব্বাস লেনের বাসিন্দা। ওসি ভবানীপুরের কাছে যে মেলাটি এসেছিল, সেটি পাঠানো হয়েছিল এক মহিলার নামে। সেখানে দাবি করা হয়, আল-কায়দা জঙ্গি সংগঠনের সাহায্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর আত্মঘাতী হামলা চালানো হবে। গ্রেফতারের পর পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসল রহস্য ফাঁস হয়। হাসনীন স্বীকার করেছে, যে মহিলার নাম ব্যবহার করে সে মেলাটি

দফতরে এই ধরনের ডুরো ও বিভ্রান্তিকর মেলা পাঠিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার মতো অতি সংবেদনশীল বিষয়ে এমন চক্রান্তের জেরে ধৃতের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। পুলিশ হাসনীন ইকবালের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫৫(২), ২১৭(বি) এবং ৩১২(২) ধারা-সহ একাধিক জারিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের করেছে। ধৃতের সঙ্গে কোনও বড় জঙ্গি সংগঠনের পরোক্ষ যোগ রয়েছে কি না, নাকি কেবলই ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে এই কাণ্ড- তা আরও নিশ্চিত করতে তদন্ত জারি রেখেছে কলকাতা পুলিশ।

ফলহারিণী কালীপূজোতে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৬ মে : শ্রীশ্রী ফলহারিণী কালীপূজো উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।শনিবার সামাজিক মাধ্যমের এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, শ্রীশ্রী ফলহারিণী কালী পূজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই। মা কালীর আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলময় হয়ে উঠুক। মা সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করুন এবং সকল অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির জয় হোক।জন্ম মা কালীউল্লেখ্য, বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের আমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালীপুজো পালিত হয়। এই তিথিতে মা কালীর বিশেষ রূপ ‘ফলহারিণী রূপে পূজিতা হন। ‘ফলহারিণী শব্দের অর্থ, যিনি সমস্ত অশুভ কর্মফল হরণ করেন।বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পুজো অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ১৮-৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ আমাবস্যার দিন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর স্ত্রী সারদা দেবী -কে ষোড়শোপচারে দেবী কালিকারূপে পূজো করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকেও ঘিরে ফলহারিণী কালীপূজোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

ত্রিপুরারমের পূর্বাভাস রাজস্থানে, দিল্লিতেও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ মে : রাজস্থানে ফের ত্রিপুরারমের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, ২১ মে পর্যন্ত পশ্চিম রাজস্থানের বিভিন্ন স্থানে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও ১৮ থেকে ২১ মে পর্যন্ত মরুরাজ্যের বেশ কিছু স্থানে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকতে পারে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, ২১ মে পর্যন্ত উত্তর প্রদেশেও বিভিন্ন জেলাতেও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরারমের ১৮ ও ১৯ তারিখাভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ১৭ থেকে ২১ মে পর্যন্ত পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও দিল্লিতে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ২১ তারিখ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে ১৮ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত হুভিশপদেশে বেশ কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভোজশালার বিতর্কিত অংশ মন্দিরই, শুরু পূজার্চনাও



ধার, ১৬ মে :ঃভোজশালা চত্বরের বিতর্কিত অংশকে মন্দির বলেই ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। শুক্রবার এই মামলার রায় দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি বিজয়কুমার শুক্ল এবং বিচারপতি অলোক অবস্থীর বৈধঃ। মুসলিম পক্ষের মামলাকারীদের অন্য স্থানে উপাসনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপাসনার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে ভিন্ন স্থান চেয়ে নিতে মুসলিম পক্ষকে কাছে আবেদন জানিয়েছেন বিচারপতি।এদিকে, ভোজশালা চত্বরের বিতর্কিত অংশকে মন্দির হিসেবে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট মান্যতা দেওয়ার পরই শুরু হয়েছে পূজার্চনা। শনিবার সকালে ভোজশালা চত্বরে প্রবেশ করেন অনেকে। তাঁরা মন্দিরে পূজার্চনা করেন। এক ভক্ত বলেন, বহু বছর পর আমরা কোনও বাধা ছাড়াই দর্শন করার সুযোগ পেলাম। আদালত খুব ভালো একটি রায় দিয়েছে। আমি প্রতিদিন এখানে প্রার্থনা করতে আসব।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাযথ ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণ্ডলি শুধুমাত্র সরল ভাষাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ট্রাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত ও ইউএই-র মধ্যে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সই, ৫ আরব ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ মেঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই) সফরের শুরুতেই দুই দেশের মধ্যে ৭টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সফরের অন্যতম বড় সাফল্য হলো ভারতের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ইউএই-র পক্ষ থেকে ৫ আরব মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা। গত শুক্রবার দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এই সমঝোতা স্মারকগুলি স্বাক্ষরিত হয়। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ভারত ও ইউএই-র মধ্যে এই কৌশলগত অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিরক্ষা, জ্বালানি এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোয় সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।ভারতের বড়সড় আইনি নিরাপত্তা মজবুত করতে কৌশলগত পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডার এবং আবু ধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি-র মধ্যে চুক্তি হয়েছে। এর ফলে ভারতে

অভিষেকের নামে এফআইআর বিজেপির প্রতিক্রিয়া, পাল্টা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৬ মে : বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে উসকানিমূলক ও আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে বড়সড় আইনি বিপাকে জালেনে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ভায়মন্ত হাজারবাবের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধাননগর উত্তর সাইবার ক্রাইম থানায় গত ১৫ মে দুপুহের তাঁর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।এ প্রসঙ্গে বিজেপির রাজসভার সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, নির্বাচনের আগে ও পরে অভিষেক ব্যানার্জী



অপরিশোধিত তেল ও এলপিগ্যি-র নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত হবে, যা বিশ্ববাজারে তেলের দামের অস্থিরতার সময় ভারতকে সুরক্ষা দেবে। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এর অত্যন্ত প্রতিক্রা প্রযুক্তি আদান-প্রদান এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দুই দেশ একে অপরকে

সহযোগিতা করবে।অন্য দিকে, গুজরাটের ভাদিনারে একটি ‘শিপি রিপেয়ার ক্লাস্টার’ স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জাহাজ মেরামত শিল্পে জোয়ার আসবে এবং ‘মের ইন ইন্ডিয়া’ অভিযান আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে ভারতীয় যুবকদের আধুনিক কারিগরি

হায়দরাবাদ-জয়পুর এক্সপ্রেসে আগুন আতঙ্ক! সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত

হায়দরাবাদ(সংবাদ সংস্থা), ১৬ মে : হায়দরাবাদ-জয়পুর এক্সপ্রেসে অগ্নিকাবুর জেরে আতঙ্ক ছড়ালো। শুক্রবার সন্ধ্যায় হায়দরাবাদের নামাপল্লি রেল স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ১২৭২০ হায়দরাবাদ-জয়পুর এক্সপ্রেসে আগুন লাগে। ট্রেনের শীতলয় নিয়ন্ত্রিত বগি বি ১ ও বি ২-এ আগুন লাগে।রেল সূত্রের খবর, ট্রেনটি হায়দরাবাদের নামাপল্লি রেল স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে

সিকিমের প্রতিষ্ঠা দিবসে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ মে : সিকিমের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।শনিবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ এক বার্তায় রাহুল গান্ধী বলেন, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতিতে ভরপুর সিকিম সম্প্রীতি, শান্তি ও দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।তিনি আরও বলেন, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই রাজ্য শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই নয়, বরং মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান, ঐক্য এবং সংস্কৃতির জ্যোৎস্নাও দেশের কাছে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। সিকিমের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভারতের বহুত্ববাদী চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।রাহুল

সীমান্তে তারকাটার বেড়া নির্মাণে জমি অধিগ্রহণ শুরু, স্বেচ্ছায় জমি দিচ্ছেন কৃষকরা

হবিবপুর, ১৬ মে :ঃরাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তারকাটার বেড়া নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। শুক্রবার মালদার হবিবপুর রেলের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় সেই উদ্যোগের ঘনি্ স্পষ্টভাৱে ধরা পড়ে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে এদিন সকাল থেকেই হবিবপুর রেল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা সীমান্তবর্তী এলাকায় জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেন।জমি অধিগ্রহণের কাজ চলে জাজাইল অঞ্চলের বাবানীপুর, ডাবুক, আগ্রা, ইটাঘাটি ও কোটালপুর-সহ একাধিক এলাকায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত-

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে ভারতে একটি ‘এআই সুপার কম্পিউটিং ক্লাস্টার’ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউএই-র একটি প্রযুক্তি সংস্থা ভারতে অন্তর্গত উল্লেখ্য মিশনকে গতি দেবে।সবশেষে, ইউএই ভারতের পরিকাঠামো প্রকল্প, আরপিএল ব্যাঙ্ক এবং সম্মান কার্পিটালে মোট ৫ আরব মার্কিন ডলার বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। এই বিনিয়োগ ভারতের সড়ক, বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর এই বিপুল বিনিয়োগ এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি ভারতের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত শক্তিকে বিশ্বমঞ্চে আরও সুসংহত করবে মনে করেন কারছেন বিশেষজ্ঞরা।

নেদারল্যান্ড পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, জমকালো অভ্যর্থনা প্রবাসী ভারতীয়দের

আমস্টারডাম(সংবাদ সংস্থা), ১৬ মে : নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমানে পৌঁছানোর পর এঞ্জ মাধ্যমে মোদী জানান, আমস্টারডামে পৌঁছলাম। নেদারল্যান্ডসে এই সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন ভারত-ইউই মুক্ত বাগিচা চুক্তি বাগিচা ও বিনিয়োগ সংযোগকে একটি বড় ধরনের গতি দিয়েছে। এটি সেমিকন্ডাক্টর, জল, পরিবেশবান্ধব শক্তি এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্ক গভীর করার সুযোগ করে দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও মোদী জানান, নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী রব জেটেনের সঙ্গে আলোচনা করব এবং রাজা উইলেম-আলেকজান্ডার ও রানী ম্যাক্সিমাের সঙ্গে সাক্ষাৎ



করব। এছাড়াও একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার জন্য মুম্বিতে আছি।নেদারল্যান্ডের হেগ-এ প্রবাসী ভারতীয়রা প্রধানমন্ত্রীকে জমকালো স্বাগত জানান। যে হোটেলে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী, সেখানে প্রবাসী ভারতীয়রা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন। নৃত্য ও গানের মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় বলে খবর থেকে জানা।

২৬ মে কেরলমে বর্ষা ঢোকার সম্ভাবনা, এবারও সময়ের আগেই



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ মে : দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আগামী ২৬ মে কেরলমে প্রবেশ করতে পারে। যদিও কেরলমে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ঢোকার স্বাভাবিক নির্ধারিত তারিখ হলো পয়লা জুন। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের কিছু অংশ, আন্দামান সাগর এবং আংলোমান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রসরের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে।সাধারণত পয়লা জুন কেরলমে বর্ষা প্রবেশ করে। ২০০৫ সাল থেকে কেরলমে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাব্য দিন নিয়ে পূর্বাভাস দিয়ে আসছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। এই বছর কেরলমে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ২৬ মে পৌঁছতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে চার দিনের এদিক-ওদিক হতে পারে বলে জানিয়েছে আইএমডি। প্রতিবছর সাধারণত ১৯ থেকে ২১ মে-র মধ্যে আন্দামান সাগরে বর্ষার প্রবেশ ঘটে। এরপর ধাপে ধাপে তা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বিস্তার লাভ করে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এ বছরও বর্ষার গতিপথ মোটের উপর স্বাভাবিক থাকতে পারে।

আমেরিকা ও চিনের মধ্যে চমকার সম্পর্ক তৈরি হয়েছেট্রাম্প

ওয়াশিংটন(সংবাদ সংস্থা), ১৬ মে : আমেরিকা ও চিনের মধ্যে সম্পর্ককে দুর্দান্ত আখ্যা দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। চিনের বেজিং সফর শেষে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, এটি একটি বিরাত সাফল্য ছিল। এটি ছিল চমকরা। আমরা দারুণ কিছু চুক্তি করেছি, আমাদের মধ্যে একে চমকার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এমন অনেকে কিছুই হয়েছে, যা আপনারা শীঘ্রই জানতে পারবেন। তবে এটি ছিল এক বিরাত সাফল্য। আমি মনে করি এটি সত্যিই একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ছিল।এদিকে, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের সঙ্গে বৈঠক করতে বেজিং গিয়েছিলেন ট্রাম্প। সোমান থেকে ফেরার পথে মার্কিন প্রতিনিধিরা চিনে যেতে পাওয়া যাবতীয় উপস্থার ফেলে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁরা সাময়িক ব্যবহারযোগ্য ‘ব্লানার ফোন’ নিয়ে চিনে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় সেগুলিও নষ্ট করে দিয়েছেন। চিন থেকে ট্রাম্প এবং তাঁর সঙ্গীদের কিছু উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেই তালিকায় ছিল স্মারকচিহ্ন, ব্যাজও। বেজিং থেকে এয়ার ফোর্স ওয়ানে ওঁটার আগেই সেগুলি ফেলে দেওয়া হয়।

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সাফল্য, পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে কুয়োয় পড়ে যাওয়া শিশু উদ্ধার

হোশিয়ারপুর(সংবাদ সংস্থা), ১৬ মে : দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর মিলল সাফল্য, পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে কুয়োয় পড়ে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।দীর্ঘ ৯ ঘণ্টার চেষ্টার পর শুক্রবার গভীর রাত ১২.৪০ মিনিট নাগাদ শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করার পর শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।শুক্রবার হোশিয়ারপুরের চাক সাওয়ালা গ্রামে বোরওয়েলে পড়ে যায় ৪ বছরের একটি শিশু। শুক্রবার সারাদিন ওই শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হয়। গুরুকরণ সিং নামে শিশুটি বোরওয়েলের ২০-৩০ মিটার গভীরে আটকে যায়। প্রায় ৯ ঘণ্টা অক্লান্ত চেষ্টার পর শুক্রবার গভীর রাতে শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আন্দোলনের পরেই মিলল বেতন খুশি পৌর কর্মচারীরা



রূপম রায়,বাঁশবেড়ি়া(হুগলী):গত বুধবার সকাল থেকেই দকায় দকায় বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার সালে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছিলেন অস্থায়ী পৌর কর্মচারীরা। তাদের বিক্ষোভে সহমত হয়ে বাঁশবেড়িয়ার চেয়ারম্যান তাপস চক্রবর্তী ও তাদের সাথে বিক্ষোভে বসেও পরেন তিনি। অবশেষে অস্থায়ী পৌর কর্মীদের বেতন দিয়েছে বাঁশবেড়িয়া পুরসভা। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান তাপস মুখোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, বেতন দেওয়া হয়েছে পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে। অর্থের স্বল্পতার কারণে বিলম্ব হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন যে বিধায়ক তপন দাসগুপ্ত সহযোগিতা করেননি এবং পুরসভার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বেতন দেওয়া হয়েছে। আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে বিধায়ক চলে গেলেও তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেননি, এটা দুঃখজনক। বিধায়ক বাঁশবেড়িয়া পৌর প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন , এটা ভুল, আমার রাজনৈতিক জীবনে আজ পর্যন্ত কেউ অভুল করেনি। পার্কিং ফিও নেওয়া হয় নিয়ম অনুযায়ী। বিধায়কের ক্ষমা চাওয়া উচিত।এই বিষয়ে, বিজেপি বাঁশবেড়িয়া মণ্ডলের সভাপতি সুরেশ চৌধুরী বলেছেন যে গত ১৫ বছরে যে দুর্নীতি হয়েছে তার তালিকা দীর্ঘ। একের পর এক সবকিছু প্রকাশ হতে থাকবে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, দুখ কা দুখ পানি কা পানি হয়ে যাবে। একজন জনপ্রতিনিধি চিঠিদায়ের কাছ কা দুখ কামিশন নিয়েছেন বলে তথ্য রয়েছে। তার দুর্নীতির বই শিগগিরই ফাঁস হবে।

রাশিফল

মেঃঃআজকের দিনটা আপনার জন্য দারুণ, বিশেষ করে সম্পর্কের দিক থেকে। আপনি আজ প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে উসাহিত হবেন। আপনার ইতিবাচক শক্তি আর আত্মবিশ্বাসী স্বভাব যেকোনও পরিবেশকে উজ্জ্বল করে তুলবে। আপনি বন্ধু আর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে পারবেন।**বুধঃ** আপনি অকসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে।**মিথুনঃ**আজ মিথুন রাশির জন্য খুব ভাল দিন। আপনার কথা বলার দক্ষতা আর সামাজিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। আজ আপনি আপনার কথায় মানুষকে প্রভাবিত করতে সফল হবেন।

কর্কট রাশিঃ আপনি আজ আপনার স্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সুদৃষ্টি আনবে।**সিংহঃ**আজ সিংহ রাশির জন্য দিনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। চারপাশের পরিস্থিতি বুঝতে আপনার একটি অসুবিধা হতে পারে, যার ফলে মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব পড়তে পারে। শুভদিন হবে **কন্যাঃ** ধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভজনক প্রমাণিত হবে। আপনি আজ একটি ইতিবাচক আভা নির্গত করবেন এবং ভাল মনের সাথে আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন, তবে আপনার মূল্যবান কোনও জিনিস খিনিয়ে নেওয়ার কারণে আপনার মেজাজ প্রভাবিত হতে পারে। রিবারে যোগ হবে আজ **তুলাঃ** আজকের দিনটা তুলাদের জন্য মোটের উপর দারুণ যাবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোতে শান্তি আর সুখ অনুভব করবেন। আপনার চারপাশে যোগাযোগ আর সহযোগিতার একটি পরিবেশ থাকবে, যেটা প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করবে।

বৃশ্চিকঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মান হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমঃদ যাই হোক না কেন মনের মাঝেই আসে। শুভদিন হবে **ধনুঃ** আজকের দিনটা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আজকে আপনার মধ্যে এনার্জি আর উসাহের অভাব থাকতে পারে, যেটা আপনার সাধারণ কাজকে বাধা দিতে পারে। প্রেম আসতে পারে।**মকরঃ** আপনার আশা একটি সুন্দর কামেল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্তুত্বিত হবে। আপনি কিছুই অজানা উৎস থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন যা আপনার অনেক আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে।**কুম্ভঃ** আজকের দিনটা কুম্ভের জাতকদের জন্য বিশেষভাবে ইতিবাচক এবং দারুণ হবে। আজ আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন। অর্থ বায়। প্রেম আসতে পারে আজকে।

মীনঃআপনার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস এবং তাদের অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে আপনার নীতিবোধ দুর্বল হতে পারে। যারা আত্মবিশ্বাসী অবস্থা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হতাঃ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় করা কতটা কঠিন। সপ্নান হতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, শুক্রবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে স্বস্তি ফিরেছে। আবহাওয়া হয়ে উঠেছে মনোরম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতায় আপাতত ভারী বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। আগামী দু’দিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি বৃদ্ধি পতে পারে।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে এই সমস্ত জেলায়। উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রায় আগামী সাত দিনে তেমন হেরফের হবে না।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬শতক করা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১ টা ৫০মিনিটে।**ভাটা**-বেলা ০৬টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪০ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫ টা ০৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মিনিটে হতে পারে।

স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে আগুন, বিজেপির ইঙ্গিত পারিবারিক কোন্দলের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৬ মেঃ স্বপ্না বর্মনের পরিত্যক্ত বাড়িতে আগুন। ভাই-বোনের সাংসারিক অশান্তির কারণে নিজেরাই নিজেদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে থাকতে পারে বলে সন্দেহ বিজেপির। ভূয়ো অগ্নিকাণ্ড এই অভিযোগ তুলে উপযুক্ত তদন্তের দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশ্রিগোলা জেলার রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের শুক্রবার রাতের পোস্ট থেকেই মূল ঘটনা সামনে আসে। সেখানেই তিনি লেখেন তাঁর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। তবে কে বা কাহার। এই ঘটনায় জড়িত তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু লেখেননি। এমনকি এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই মর্মে

দেখা যাবে তাদের বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙা। তাঁর কথায়, “ওর ছোট ভাই বাড়িতে ঢোকার পর আগুনের কাণ্ড হয়। ওখানকার লোকই এটা বলছে। আমার মনে হয় না আমাদের দলের কোনও লোক এর সঙ্গে যুক্ত। বাকিটা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। যদি কেউ দোষী থাকে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।” পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের টিন পাড়ায় স্বপ্না বর্মনের নতুন বাড়ি। সেই বাড়িতে গত কয়েক বছর ধরে স্বপ্না ও তাঁর পরিবার থাকে। আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে স্বপ্নার পুরনো বাড়ি অর্থাৎ ঘোষপাড়ার বাড়িতে। ওই বাড়ি বর্তমানে পরিত্যক্ত। আগুন লাগার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও



থানায় কোনও লিখিত অভিযোগও দায়ের করেননি স্বপ্না। লিখিত অভিযোগ না করলেও তৃণমূল প্রার্থী সংবাদমাধ্যমে একের পর এক পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য করেছেন। একবার তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন তার রাজনীতি আসাই ভুল হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি এও দাবি করেছেন তিনি এতদিন যাদের নিয়ে ভোট প্রচার করেছেন, ফল বের হওয়ার পর তাঁরই এখন ঘুরে গিয়েছেন। অন্যদিকে চলে গিয়েছেন। তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মারারও হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। যদিও তিনি এও বলছেন কে আগুন লাগিয়েছে তা আমি দেখিনি। তাই সঠিক কিছু বলতে পারছি না। ফলে গোটা ঘটনা নিয়ে যে যোঁষায়া ক্রমেই তীব্র হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এলাকাতেও শুরু হয়েছে জল্পনা। বিজেপি বিধানকীর্দনেশ সরকারের দাবি স্বপ্নার বাড়িতে ভাই-বোনদের মধ্যে নিতাদিন ঝগড়া, অশান্তি, মারামারি লেগেই থাকে। ঘরে গেলে

কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশকে দেখে ঘিরে ধরেন গ্রামবাসীরা। অনেকই বলেত থাকেন ওরা নিজেরাই এই বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই বাড়ির পাশেই তাদের বাড়ি। আগুন ছড়িয়ে গেলে তাদের বাড়িতে আগুন লাগতো। তাই গ্রামের মানুষ স্বপ্নাদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ারও দাবি করেন। পুলিশ সুপার অমরনাথ কে বলেন, “স্বপ্নাদের পুরনো বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে কিছু জ্বালানি কাঠ রাখা ছিল। কোনওভাবে তাতে আগুন লেগে যায়। আশেপাশের কিছু জমিনসময় পুড়েছে। তবে বাড়ির তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। ওই বাড়িতে স্বপ্না বর্মন থাকেন না। আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।” পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ঘুরিয়ে তৃণমূলকেই খোঁচা দিয়েছেন। বলছেন, “অসৎ সঙ্গে এই অবস্থা হয়। উনি একজন অ্যাথলেটিক্স। তাঁর সম্মানের সঙ্গে থাকা উচিত। যাদের সঙ্গে থাকা উচিত নয়, তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন।”

মেধার ডানায় ভর করে আত্মনির্ভরতার উড়ান ঘরেই বিমানের ইঞ্জিন বানিয়ে তাক লাগাল ক্লাস টুয়েলভের মৃন্ময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১৬ মেঃ রক্তে যার দেশভক্তি, তাঁর লক্ষ্য যে দেশের কল্যাণই হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাবা দেশের প্রাক্তন সেনাকর্মী, তাই ছোট থেকেই দেশের প্রতি টান। সেই টান আর অদম্য মেধার জোরেই এবার দেশকে ‘আত্মনির্ভর’ করতে অভাবনীয় নজির গড়ে ফেলল নদিয়ার শান্তিপুর থানার বাবলা গোবিন্দপুরের বাসিন্দা



মৃন্ময় সরকার। বর্তমানে রানাঘাট সেন্ট মেরি স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। অ্যারোর এই তরুণ তুর্কিই নিজের ঘরেই তৈরি করে ফেলেছে অত্যাধুনিক ‘মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিন’। বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশের স্বনির্ভরতায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় মৃন্ময়। বাবা দীর্ঘদিন সেনায়া ছিলেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। মা ঘরের কাজের পাশাপাশি ছোটখাটো কাপড়ের ব্যবসাও সামলান। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, ছোট থেকেই মেধাবী মৃন্ময়ের টান ছিল আকাশের প্রতি। মনে জাগত কত শত প্রশ্ন! কীভাবে বিশাল এক একটা বিমান ডানা মেলে আকাশে ওড়ে? এই কৌতূহল থেকেই শুরু হয় বিকল্প

কোনাটাই ছিল না। ফলে মৃন্ময় নিজের বাড়িতে বসে তৈরি করে ফেলে দেশিভার কলকজ। শুধু বিশেষ একটি ফুয়েল পাম্প ভারতে না মেলার, সেটি কষ্ট করে আমেরিকা থেকে আনিয়ে নিতে হয়। দিন-রাতেরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবশেষে মেলে সাফল্য। এটি ড্রোন নির্মাণের জন্যও ব্যবহার করা সম্ভব। রশিচ্ছে দ্বিমুখী জ্বালানি সিস্টেম। গ্যাস এবং ইলেকট্রিক, দুই মাধ্যমেই চালানো যাবে। বাজারচলিত অন্যান্য ইঞ্জিনের তুলনায় এর উৎপাদন খরচ অত্যন্ত কম। মৃন্ময়ের এই আবিষ্কার শুধু ঘরের চার দেওয়ালে বন্দি থাকেনি। গত বছর চেন্নাইয়ে আয়োজিত

বেডের অভাবে মেঝেতেই চিকিৎসা, মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরেই ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৬ মেঃ সরকারিভাবে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে যে সংখ্যক বেড রয়েছে তার তুলনায় ভর্তি থাকা রোগীর সংখ্যা সবসময়ই থাকে বেশি। অগত্যা বহু রোগীকে বাধ্য হয়ে হাসপাতালের করিডোরের মেঝেতে স্তরেই নিতে হয় চিকিৎসা পরিষেবা। এবার সরকারি উদ্যোগে বদলাতে চলেছে সেই ছবি। গতকাল স্বাস্থ্য দফতরের সাথে বৈঠকের পর রাজ্যে এসএসকেএম সহ প্রতিটি হাসপাতালে বেড বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই হাল বদলের আশায় বুক বেঁধেছে রাজ্যের অন্যতম বড় হাসপাতাল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ।



জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান জেলা এমনকি পার্শ্ববর্তী ঝাড়খন্ড রাজ্যের রোগীরাও

চিকিৎসার আশায় ছুটে আসেন এই হাসপাতাল। সরকারিভাবে এই হাসপাতালে বেড রয়েছে প্রায় ১ হাজার ৬০০। এর মধ্যে ১৪৪০ টি

বেড চালু রয়েছে। অথচ এই হাসপাতালে দৈনিক ভর্তি থাকা রোগীর সংখ্যা ১৬০০ থেকে ১৭০০ জন। ফলে রোগীদের একাংশকে বেড

দেওয়া সম্ভব হয় না। সবথেকে খারাপ অবস্থা প্রসূতি ও মেডিসিন বিভাগে। প্রসূতিবিভাগে মাতৃমরণ্যে রোগীর চাপ এতটাই থাকে যে একেকটি বেডে

একাধিক রোগীকে ভর্তি করতে বাধ্য হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মেডিসিন বিভাগে বেড সঙ্কলান না হওয়ায় ওই বিভাগের একটা বড় অংশের রোগীকে ওয়ার্ডের করিডোরের মেঝেতে শুয়ে থাকতে হয়। অত্যধিক রোগীর চাপে ব্যাহত হয় হাসপাতালের স্বাভাবিক চিকিৎসা পরিষেবাও। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে বেড সংখ্যা বৃদ্ধির ঘোষণায় আশার আলো দেখছেন রোগী ও রোগীর পরিজনরা। একদিন আগেই এসএসকেএমে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর স্বাস্থ্য বৈঠকে রয়েছে বড় সিদ্ধান্ত। কোথায় কত বেড খালি তা জানতে চালু হচ্ছে রিয়েল টাইম ডিসপ্লি। সব সরকারি হাসপাতালে বেড বাড়ানোর সিদ্ধান্ত। স্বাস্থ্যের অসুখ দূর করতে কেন্দ্র-রাজ্য একসঙ্গে কাজের বাতী।

বাংলায় সংসার পেতেছেন ‘অনুপ্রবেশকারী’! নিজের বাবাকেই ‘বাবা’ সাজালেন খোদ টিএমসি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হিঙ্গলগঞ্জ, ১৬ মেঃ খোদ তৃণমূল নেতার বাড়িতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী! পশ্চিমবঙ্গে এসে, ভূয়ো নথি বানিয়ে নাকি সংসারও পেতেছিলেন ওই বাংলাদেশি। এলাকার বাসিন্দারাই তুলে দিল পুলিশের হাতে। হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেলের বিলগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা বর্তমান তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জয়নাল আবেদিন গত কয়েক বছর আগে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে এক অনুপ্রবেশকারীকে ভারতে প্রবেশ করান বলে অভিযোগ। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানা এলাকার বাসিন্দা শহিদুল গাজীকে তিনি অবৈধভাবে স্যান্ডেলের বিল এলাকায় নিয়ে আসেন বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। সেখানে নিয়ে যাওয়া-আসার পর ওই তৃণমূল নেতা জয়নাল আবেদিন নিজের বাবাকে ওই অনুপ্রবেশকারীর বাবা সাজিয়ে অবৈধভাবে ভোটার কার্ড সহ যাবতীয় নথি তৈরি করে দেন বলেও অভিযোগ। তারপর সেই অনুপ্রবেশকারীকে ওই তৃণমূল নেতা তাঁর নিজের মেছো ভেজিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন! এলাকার লোকজন জানান, তারপর ওই এলাকার মেয়েকে বিয়ে করে সংসারও পাতেন সেই ‘অনুপ্রবেশকারী’ বাংলাদেশি। বিষয়টি নজরে আসতেই বারবার

স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু পুলিশ সেই সময় কর্ণপাত করেননি বলে



অভিযোগ। শনিবার গভীর রাতে ওই অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন এলাকার বাসিন্দারা। সাংবাদিকদের সামনে ওই অনুপ্রবেশকারী স্বীকার করে নেন যে অবৈধভাবে এসেছেন, সেটা স্বীকার করে নেন। যার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করানোর অভিযোগ, সেই জয়নাল আবেদিন বাড়িতে নেই। তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তাঁদের প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি।

হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি নেতা তথা আনন্দ সরকার বলেন, “শুনে বুকে উত্তর দিতে হবে। খবর নিয়ে পরে

জানাছি।” কিন্তু দীর্ঘক্ষণ হয়ে যায়ার পরও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub-Division-II invites e-Tenders on Percentage Rate basis vide e-Tender No. 2026_WBPWD_5014108_1 and 2026_WBPWD_5014108_2 for 2 (Two) nos. work. Bid Submission Start date (online) is 19.05.2026 from 12:30 noon. Bid Submission closing date (online) is 22.05.2026 upto 2:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from <https://wbetenders.gov.in> Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub-Division-II.

ICA-T7946(1)/2026 GOVERNMENT OF WEST BENGAL PWD TENDER NOTICE
1st Corrigendum for NleQ 01 & 02 of 2026 27 of EE, ND, P.W.Dte. Tender Reference Number: WBPWD/EE/ND/NleQ-01/2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5013889_1 & 2026_WBPWD_5013889_2. Last date of bid submission: 28/05/2026 up to 11:00 A.M. & Tender Reference Number: WBPWD/EE/ND/NleQ-02/2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5013889_1 & 2026_WBPWD_5013889_2. Last date of bid submission: 22/05/2026 up to 11:00 A.M. The address of the e-procurement website is to be read as “tenders.wb.gov.in” in place of “wbetenders.gov.in” in the all NlQ documents of the above noted tenders. Further corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender document may be downloaded from <http://tenders.wb.gov.in> Sd/- Executive Engineer, Nadia Division, P.W.Dte.

ICA-T7932(3)/2026 GOVERNMENT OF WEST BENGAL PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Birbhum Division, P.W.D. Inviting online Tender vide NleT No.-04 of 2026-27 for the 023 nos work of (i) Proposed Hand washing zone extended beside existing Dining Hall of Nursing Training Hostel at Suri Sadar Hospital under PWD. Project ID: HF2526478835000. (ii) Repair and Renovation of Residential Bungalow of CMOH Birbhum at Suri in the District of Birbhum, (Civil work). 2nd clac. Project ID- HF2526474425000. (iii) Urgent repair work at camp office & kitchen in the District Magistrate, Birbhum Bungalow by means of carpentry work for wall cabinet, door-windows, internal painting etc. and some allied work under Birbhum Division, PWD. Bid submission start date (online) 14.05.2026 after 5:30 P.M. Bid Submission date (online) 02.06.2026 upto 2:00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5014081_1, 2 & 3. Details of NleT and Tender Documents may be downloaded from <http://tenders.wb.gov.in> Sd/- Executive Engineer, Birbhum Division, P.W.D.

ICA-T7931(3)/2026 GOVERNMENT OF WEST BENGAL WRROD-E-NIQ
Executive Engineer (A-M) Midnapore (A-M) Division invites e-quotation for Supply of different types of Terminal Plate, Flange Adapter, PVC items, Electromotor, Cable etc at Ghatat (A-M) Sub-Division, Midnapore (A-M) Sub-Division, Jhargram-I (A-M) Sub-Division, under Non-Plan 2025-26 under Midnapore (A-M) Division, Paschim Medinipur /Jhargram vide Tender reference no-WBWRRO/EE/AMJMD/NleQ-02(S1 to 6) / 2026-27. Tender ID- 2026_WRDD_1022436_1 to 6. Estimated Amount put to Tender(S): Rs.35,00,028 Bt. Last date of bidding : 25.05.2026 (02.00 pm). Details of bidders are requested to visit the website <http://wbetenders.gov.in> for details. Sd/- Executive Engineer (Agr-Mech) Midnapore (Agr-Mech) Division, Midnapore.

ICA-T7907(1)/2026 RATE CONTRACT FOR TIT-BIT WIRING / REPAIRING / REPLACEMENT OF DAMAGED ELECTRICAL ITEMS OF MATERIALS AT STPS FOR 02 YEARS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCLTend-Adv26-27/STPS/CC-5375. Dtd: 15/05/26
NIT No. WBPDCLT/STPS/NIT/EA335/25-26
E-Tenders in prescribed format are invited at <https://wbetenders.gov.in> by the General Manager, STPS, WBPDCI from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for “Rate Contract for Tit-Bit Wiring / Repairing / Replacement of damaged electrical items of materials at STPS for 02 years”. Tender Document Download Start Date: 20-05-2026 from 11:00 Hrs. Bid Submission End Date: 11-06-2026 within 16:00 Hrs. Contact Person: Mr. G. C. Maji. Contact No: 8336903939. E-mail: gcmaji@wbpdcl.co.in. For details please visit: <https://wbetenders.gov.in>

ICA-T7904(3)/2026

মাইক-বিধি প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, ফাঁড়িতে দুষ্কৃতি তাণ্ডব! তুলকালাম আসানসোলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৬ মেঃ ধর্মীয় স্থানে লাউডস্পিকার বিধি সংক্রান্ত প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। আসানসোল রেলপাড়ে তুলকালাম পুলিশ ফাঁড়িতে হামলার অভিযোগ। পুলিশের গাড়িতে পর্যন্ত ভাঙচুর করা হয়েছে। আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ করে দেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ঘটনার পরেই দুষ্কৃতিদের ধরতে অ্যাকশনে পুলিশও। এলাকায় নামানো হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের জাহাঙ্গির মহল্লা পুলিশ ফাঁড়িতে। সেখানেই চলে এই বেনজির তাণ্ডব। সরকারি নির্দেশিকা মেনে লাউডস্পিকারের তীব্র আওয়াজ নিয়ন্ত্রণে রেলপাড় এলাকায় বার্তা দিতে গিয়েছিল পুলিশ। এরইমধ্যে আচমকা পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, একদল সমাজবিরোধী আচমকাই চড়াও হানা দেয় জাহাঙ্গির মহল্লা পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি চলতে থাকে। ওঠে স্লোগান। শুধু পুলিশের গাড়ি নয়, সাধারণ মানুষের একাধিক গাড়িতেও দোদার ভাঙচুর চলে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়া মাত্রই খবর চলে যায় আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। মাঠে নামে বিশাল বাহিনী। নামে রায়চা। ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। ঘটনার পর থেকে এলাকার পরিস্থিতি রীতিমতো থমথমে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। এসপি পি সতীশ বলছেন, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ যাদের পাওয়া যাবে তাদের সবার বিরুদ্ধে আইনি দৃষ্টক্ষেপ নেওয়া হবে। কাউন্সিলর ফানসবি আলিয়া বলছেন, “মাইকের সাউন্ড কম করতে বলছে বলে আমেলা হয়েছে বলে শুনেছি। আমরা যখন আসি তখন সব ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তবে কে ভেঙেছে, কিসের জন্য ভেঙেছে জানি না।”

এক্সপ্ৰেশন অফ ইন্টারেস্ট		
নোটিশ নম্বর: সিএমএস/এপিডিজি-২০ তারিখ: ১২-০৫-২০২৬		
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল আলিপুরদুয়ার জংশনে নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচডিএস) হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।		
১)	ভিজিটিং স্পেশালিস্টের নাম	প্যাথলজি চিকিৎসক = ০১ (এক) জন
২)	আবেদন গ্রহণ শুরুর তারিখ	১৮-০৫-২০২৬, ১০:০০ টা থেকে
৩)	আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	০২-০৬-২০২৬, ১২:০০ টা
৪)	মেমোরান্ড বৈধতা	আবেদন ১ (এক) বছরের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।
৫)	বয়সসীমা	প্রথমবার নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছর।
৬)	যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	
i) সুপার স্পেশালিস্ট		ন্যূনতম যোগ্যতা হবে পোস্ট-ডক্টরাল যোগ্যতা ডিএম/এমসিএইচ বা সমমান।
ii) স্পেশালিস্ট		স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং পিজি ডিগ্রি অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞে পেশাদার কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
iii) যেখানে পিজি ডিগ্রিপ্রার্থী উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় নাম		পিজি ডিপ্লোমারী-পিজি ডিপ্লোমা অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞে পেশাদার কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
৭)	বয়সের প্রোফাইল	প্রথমবার নিয়োগের সময় পছন্দের বয়স ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে।
	উর্ধ্ব বয়সসীমা	অবশ্যই নিয়োগের উর্ধ্ব বয়সসীমা ৬৫ বছর।
৮)	কাজের মেয়াদ	প্রতিবার অফার দেওয়া হলে তা শুধুমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য দেওয়া হবে। মেমোরান্ড বৈধতা শেষ হওয়ার পর বর্ধিতকরণ দেওয়া যাবে।
৯) এইচডিএস-এর সম্মানী এবং পারিশ্রমিক কর্তনের দৈনিক হার: এইচডিএস নিয়োগের জন্য সম্মানীর হার এবং ১২ দিনের বেশি অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কর্তনের হার নিম্নরূপ:		

কাজের সময়	সন্মানী		বাদ যাবে	
	স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)	সুপার স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)	স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)	সুপার স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)
৬ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ২ ঘণ্টা	৬৭,০০০/- টাকা	৮২,০০০/- টাকা	২,৭৯২/- টাকা	৩,৪১৭/- টাকা
৪ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ২ ঘণ্টা	৪১,০০০/- টাকা	৫১,০০০/- টাকা	২,৫৬২/- টাকা	৩,১৮৭/- টাকা
২ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ২ ঘণ্টা	২০,০০০/- টাকা	২৫,০০০/- টাকা	২,৫০০/- টাকা	৩,১২৫/- টাকা
৬ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ৪ ঘণ্টা	১,০০,০০০/- টাকা	১,২৫,০০০/- টাকা	৪,১৬৭/- টাকা	৫,১২৫/- টাকা
৪ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ৪ ঘণ্টা	৬১,০০০/- টাকা	৭৭,০০০/- টাকা	৩,৮১২/- টাকা	৪,৮১২/- টাকা
২ দিন/সপ্তাহে দৈনিক ৪ ঘণ্টা	৩০,০০০/- টাকা	৩৮,০০০/- টাকা	৩,৭৫০/- টাকা	৪,৭৫০/- টাকা

১০) বিনামূল্যে রেলওয়ে পাস:

i) প্রতি ক্যালেন্ডার বছরে সিলেকশন গ্রেড অফিসারদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী নিজের, স্ত্রী/স্বামী ও নির্জনশীল সন্তানদের (রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়) অন্য সমগ্র ভারতীয় রেলওয়ে ও কোম্পানি রেলওয়েতে রাজধানী এক্সপ্রেস সহ এসি টু-টার্নার এবং শতাব্দী এক্সপ্রেসের এসি টু-টার্নার করে বৈধ এক সেট বিনামূল্যে রেলওয়ে পাস প্রদান করা হবে।

ii) বিনামূল্যে পাসটি ক্যালেন্ডার বছরের জন্য নিয়োগের ৩ মাস পর বাবহার করা যাবে।

iii) এছাড়াও রবিবার ও ছুটির দিন সহ যেকোনো দিন এবং দিনের যেকোনো সময়ে জরুরি ডাক পড়লে হাসপাতালে আসতে হবে। সপ্তাহে ৪ দিন ও ২ দিনের ক্ষেত্রে।

১১) চুক্তি সমাপ্তি:

যেকোনো পক্ষ থেকে এক মাসের নোটিশ যেকোনো সময় চুক্তি সমাপ্ত করা যেতে পারে। প্রশাসন এই ধরনের সমাপ্তির কারণ না জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।

১২) উপরোক্ত পদের জন্য আবেদনের বিস্তারিত তথ্য ১৮-০৫-২০২৬ তারিখের ১০:০০ থেকে ০২-০৬-২০২৬ তারিখের ১২:০০ টার মধ্যে অফিস কর্মঘণ্টায়, শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত, চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্টের কার্যালয়, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পোস্ট অফিস-আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা: আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩ থেকে পাওয়া যাবে।

১৩) উপরোক্ত পদের জন্য আবেদনের বিস্তারিত তথ্য উপরে উল্লিখিত সময়কালে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in -এও পাওয়া যাবে।

১৪) আবেদনের সাথে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেটগুলি জমা দিতে হবে:

(ক) বয়সের প্রমাণ। (খ) ডিগ্রি/ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটের প্রমাণ। (গ) পরিচয়পত্র। (ঘ) ঠিকানা। (ঙ) মোবাইল নম্বর। (চ) সাম্প্রতিক পাসপোর্ট আকারের তিন কপি ছবি।

১৫) আগ্রহী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পোস্ট অফিস-আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা-আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩ -এর কাছে বরাবর যথাযথভাবে পূরণকৃত ফর্ম সহ সিলাপালা খামে আবেদন করতে পারেন। খামের উপরে বিজ্ঞাপন নম্বর এবং “ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/আলিপুরদুয়ার জংশনের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট” উল্লেখ করতে হবে।

সাদা কাগজে আবেদনের সাথে বয়সের প্রমাণ, পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণ, ডিগ্রি/ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটের প্রমাণ এবং সাম্প্রতিক পাসপোর্ট আকারের তিন কপি স্ব-সত্যায়িত ছবি সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথির স্ব-সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। ১৬) আবেদন ৩০-০৫-২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টার মধ্যে সিএমএস-এর স্টেনোগ্রাফার বা সিএমএস/এপিডিজি অফিসের চিফ অফিস সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে জমা দিতে হবে। তবে, বিজ্ঞাপন নম্বর এবং “ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/আলিপুরদুয়ার জংশনের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট” উল্লেখ করে চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পোস্ট অফিস: আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা-আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩ বরাবর ডাকযোগেও আবেদন পাঠানো যাবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবা

বিস্তৃতি

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়ার্ডসেস প্রোগ্রাম (“আইএপি”)–এর জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 17th May 2026	Hotel Surya grand,Church Road	1:00PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপনাদের জন্য ডিজিটাল কন্টেন্ট dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ডিজিটাল কন্টেন্ট dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিখা ও সচেতনতা উন্নয়ন। **ডিজিটাল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সফলত সমস্ত নথিগত যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

DSP

MUTUAL FUND

দেশ-বিদেশ

টাটা-সিঙ্গাপুর জোটের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা নিয়ে বাড়ছে প্রশ্ন

আকাশপথে বড় ধাক্কা,২৬,০০০

কোটির বিশাল লোকসানে এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি সিঙ্গাপুর, ১৬ মেঃ ভারতের অন্যতম ঐতিহাসিক বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৬,০০০ কোটিরও বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই বিপুল লোকসানের তথ্য সামনে আসার পর দেশের বিমান পরিবহন শিল্পে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে টাটা গোষ্ঠীর অধীনে এয়ার ইন্ডিয়ার পুনর্গঠন ও আন্তর্জাতিক মানে ফিরিয়ে আনার যে বৃহ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তার কার্যকারিতা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সুত্রের খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার কৌশলগত অংশীদার সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স তারের আর্থিক রিপোর্টে এই ক্ষতির বিষয়টি উল্লেখ করেছে। যদিও এয়ার ইন্ডিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষতির নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রকাশ করেনি, তবুও শিল্প মহলের অনুমান অনুযায়ী এই বিপুল লোকসানের মধ্যে রয়েছে অপারেশনাল খরচ, পুরনো ঋণের সুদ, বহর আধুনিকীকরণ এবং সংযুক্তিকরণ সংক্রান্ত ব্যয়। বর্তমানে এয়ার ইন্ডিয়া একটি বৃহ রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। টাটা গোষ্ঠী সংস্থাটির দায়িত্ব নেওয়ার পর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ফের শক্ত অবস্থান গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে একাধিক বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন বিমান কেনা, পরিষেবার মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক রুট সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ-সব ক্ষেত্রেই বিপুল বিনিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু সেই বিনিয়োগের চাপই এখন সংস্থার আর্থিক অবস্থার ওপর বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এয়ার ইন্ডিয়ার বর্তমান আর্থিক সংকট পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ একই বহু পুরনো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমান সংস্থাে নতুনভাবে দাঁড় করানো সহজ কাজ নয়। দীর্ঘদিনের আর্থিক দুর্বলতা, অনেক বেশি। ইন্ডিগোসহ বিভিন্ন লো-কস্ট ক্যারিয়ারস কম ভাড়ায়

পরিষেবা দিয়ে বিপুল যাত্রী টানছে। সেখানে পূর্ণ পরিষেবা প্রদানকারী বিমান সংস্থাগুলোর জন্য লাভ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। যাত্রী সংখ্যা বাড়লেও ভাড়া প্রতিযোগিতার কারণে প্রত্যাশিত আয় আসছে না। তবুও এয়ার ইন্ডিয়ার পরিচালন কতৃপক্ষ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

হয়, তাহলে তা বিনিয়োগকারীদের আস্থায় প্রভাব ফেলতে পারে। ভারত সরকারের কাছেও এয়ার ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আন্তর্জাতিক বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতকে একটি বৈশ্বিক হাব হিসেবে গড়ে তুলতে শক্তিশালী জাতীয় বিমান সংস্থার



ব্র্যান্ড হিসেবে নতুন অবস্থান তৈরি করতে গিয়ে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। যদিও দীর্ঘমেয়াদে এই একীভূতকরণ লাভজনক হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে, স্বল্পমেয়াদে তা বড় আর্থিক চাপ তৈরি করছে। বিশ্বব্যাপী বিমান শিল্প এখনও কোভিড-পরবর্তী সময়ের অভিঘাত পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু জ্বালানির উচ্চ মূল্য, বিমানবন্দরের চার্জ বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তা, বিমান সংস্থাগুলোর লাভের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিমান বাজারে বর্তমানে কম খরচের বিমান সংস্থাগুলোর দাপট অনেক বেশি। ইন্ডিগোসহ বিভিন্ন লো-কস্ট ক্যারিয়ারস কম ভাড়ায়

থেকে সরে আসছে না বলেই জানা যাচ্ছে। সংস্থাটি ইতিমধ্যেই শতাধিক নতুন প্রজন্মের বিমান কেনার অর্ডার দিয়েছে, যা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক রুটে তাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে ভারতের উপস্থিতি বাড়ানোর কৌশল নিয়েও কাজ চলছে। বিমান পরিবহন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্বের অনেক বড় বিমান সংস্থাই পুনর্গঠনের সময় দীর্ঘদিন লোকসানের মধ্যে দিয়ে গেছে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, লুফথানসা কিংবা আমেরিকান এয়ারলাইন্সের মতো সংস্থাও অতীতে একই ধরনের আর্থিক চাপে পড়েছিল। তাই এয়ার ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও দ্রুত মুনাফা আশা করা বাস্তবসম্মত নয়। তবে ধারাবাহিক ক্ষতি যদি দীর্ঘস্থায়ী

প্রয়োজন রয়েছে। দিল্লি, মুম্বই এবং বেঙ্গালুরুকে আন্তর্জাতিক ট্রানজিট কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে এয়ার ইন্ডিয়ার সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের রিপোর্টে এই ক্ষতির বিষয়টি উঠে আসায় আন্তর্জাতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। এটি প্রমাণ করছে যে আধুনিক বিমান শিল্পে বিভিন্ন সংস্থা কতটা পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। যদিও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের অংশীদারিত্ব সংখ্যালঘু পর্যায়ের, তবুও এয়ার ইন্ডিয়ার আর্থিক পারফরম্যান্স তাদের ওপরও প্রভাব ফেলছে। এখন নজর থাকবে আগামী কয়েক বছরের দিকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি সংস্থা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, পরিষেবার উন্নতি এবং অপারেশনাল দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হয়,

মার্কিন আদালতে সৌরশক্তি ঘুষকাণ্ডে গৌতম আদানির বিরুদ্ধে প্রায় ১৮ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা আরোপ করা হয়েছে

ওয়াশিংটন, ১৬ মে : মার্কিন আদালতে সৌরশক্তি ঘুষকাণ্ডে গৌতম আদানির বিরুদ্ধে প্রায় ১৮ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা নিয়ে চলমান বিতর্ককে আরও তীব্র করেছে। এই রায শৃংখ একটি আর্থিক শাস্তি নয়, বরং বিশৃঙ্খলে অবকাঠামো ও ক্রিন এনার্জি প্রকল্পে জড়িত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা হিসেবেও দেখা হচ্ছে। নিউ ইয়র্কের আদালতে চলা দীর্ঘ শুনানি, নথি পর্যালোচনা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদন্তের পর এই সিদ্ধান্ত সামনে আসে। অভিযোগ অনুযায়ী, সৌরশক্তি প্রকল্প সংক্রান্ত কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আর্থিক লেনদেনে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যেখানে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্প বরাদ্দ ও চুক্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে। মার্কিন প্রসিকিউটররা যুক্তি দেন যে এই ধরনের আর্থিক লেনদেন ও ব্যবস্থাপনা মার্কিন দুর্নীতি-বিরোধী আইনের আওতায় প্রশ্রবদ্ধ এবং তা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক নৈতিকতার পরিপন্থী। অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা পক্ষ এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সমস্ত লেনদেন ছিল বৈধ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অংশ এবং কোনোভাবেই ঘুষ বা বেআইনি প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে করা হয়নি। তারা আরও দাবি করেছে যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক প্রকল্পে মধ্যস্থতাকারী বা পরামর্শদাতার ভূমিকা নতুন কিছু নয় এবং সেটিকে অপরাধ হিসেবে দেখানো ঠিক হবে না। তবুও আদালত অভিযোগের কিছু অংশকে গ্রহণযোগ্য মনে করে গৌতম আদানির বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও ১৮ মিলিয়ন ডলার আদানি গোষ্ঠীর সামগ্রিক ব্যবসার তুলনায়

পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মামলাটি এমন এক সময়ে সামনে এসেছে যখন গোটা বিশ্ব নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশে সৌরশক্তি ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে বিপুল বিনিয়োগ করাছে ফলে এই খাতে স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং নিয়ন্ত্রক মানদণ্ডের বিষয়টি আগের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং বহুজাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে এখন কড়া নজরদারি চলছে। আদানি গোষ্ঠী ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী, যার ব্যবসা আদালত অভিযোগের কিছু অংশকে গ্রহণযোগ্য মনে করে গৌতম আদানির বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও ১৮ মিলিয়ন ডলার আদানি গোষ্ঠীর সামগ্রিক ব্যবসার তুলনায়

উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখন আদানি গোষ্ঠীর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কাঠামো, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কমপ্রায়েন্স নীতিগুলো নতুন করে মূল্যায়ন করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরাসরি আর্থিক ক্ষতির চেয়ে বড় বিষয় হলো ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ঋণ, অংশীদারিত্ব এবং প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নজরদারির সম্ভাবনা। বিশ্ববাজারে ইতিমধ্যেই পরিবেশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সুশাসন-এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ESG (Environmental, Social and Governance) মানদণ্ড অনুসরণ করা হচ্ছে। বড় বিনিয়োগকারী ও আন্তর্জাতিক তহবিলগুলো এখন শুধু মুনাফা নয়, কোম্পানির নৈতিক অবস্থান এবং স্বচ্ছতাকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে এই ধরনের আইনি

ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীর ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো কড়া প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, তবুও বিষয়টি দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশেষি আদালতের রায় সরাসরি ভারতে আইনি দায় তৈরি না করলেও এর প্রভাব পরোক্ষভাবে পড়তে পারে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ব্যাংক, উন্নয়ন সংস্থা বা বিদেশি অংশীদারীরা নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের আগে আরও কঠোর যাচাই-বাছাই করতে পারে। এর ফলে বড় অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়ন ব্যয়ও বেড়ে যেতে পারে। এই মামলাটি আরও একটি বড় বাস্তবতাকে সামনে এনেছে- বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট অপরাধ ও

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান। গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অন্যান্য উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেনে দুর্নীতি দমনে আরও সক্রিয় হয়েছে। বিশেষত যেখানে সরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক তহবিল বা কৌশলগত জ্বালানি খাত জড়িত থাকে, সেখানে তদন্ত ও নজরদারি এখন অনেক বেশি কঠোর। সৌরশক্তি শিল্প বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে উঠে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সরকার বিপুল ভত্তুকি ও বিনিয়োগ করছে। তাই এই খাতে দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ শুধু একটি কোম্পানির সমস্যা নয় এটি আন্তর্জাতিক জ্বালানি নীতি, বিনিয়োগ নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত লক্ষ্যের সঙ্কেও সম্পর্কিত। গৌতম আদানি ও আদানি গোষ্ঠীর জন্য এই রায় ভবিষ্যতের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। যদিও সংস্থার আর্থিক

সক্ষমতা এতটাই বড় যে জরিমানার অঙ্ক তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলবে না, তবে আন্তর্জাতিক স্তরে আস্থা পুনর্গঠন করা সহজ হবে না। সম্ভাব্য আপিল, নিয়ন্ত্রক সংস্থার অতিরিক্ত তদন্ত এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রতিক্রিয়া আগামী কয়েক মাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সব মিলিয়ে, এই ঘটনা বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট জগতের জন্য একটি বড় বার্তা বহন করছে-বিশ্বায়নের যুগে শুধু ব্যবসার বিস্তারই যথেষ্ট নয়, বরং স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে চাইলে বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলোকে এখন শুধু প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ নয়, বরং সুশাসন এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রেও নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

উত্তর পূর্ব রেলের ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস অভিযান’

গোরখপুর, ১৬ মেঃ উত্তর পূর্ব রেল-এর উদ্যোগে ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ উপলক্ষে ১৫ মে থেকে ৫ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে বিশেষ ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস অভিযান’। অভিযানের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৬ মে পূর্বোত্তর রেলের সদর দফতর ও বিভিন্ন ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন এবং অফিসে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।এই উপলক্ষে Lucknow ডিভিশনের অধীনে গোরখপুর, লখনউ, বাদশাহনগর, ঐশবাগ, গোন্ডা, বন্থি এবং খলিলাবাদ স্টেশন, রেল কলোনি, ঐশবাগ পলিক্লিনিক এবং ডিভিশনাল হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্টেশনগুলিতে পোস্টার, ব্যানার এবং ডিজিটাল বার্তার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে যাত্রী এবং রেলকর্মীদের সচেতন করা হয়।এই কর্মসূচিতে বিশেষভাবে সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার না করার উপর জোর দেওয়া হয়। যাত্রীদের পাটের ব্যাগ ও কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি ডিজিটাল টিকিটিং এবং কাগজবিহীন ভ্রমণ ব্যবস্থাকে আরও বেশি করে গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয়, যাতে পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভব হয়।অন্যদিকে Varanasi ডিভিশনের অন্তর্গত বারাণসী সিটি, গাজীপুর সিটি, মউ, দেওরিয়া সদর, ভাটনি, বালিয়া, ছাপরা, সিওয়ান, আজমগড় এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনেও পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচি পালন করা হয়। ‘পরিবর্তন’ বিষয়কে সামনে রেখে রেলকর্মী ও স্বচ্ছতা মিত্রদের পরিবেশ রক্ষার শপথ গ্রহণ করানো হয়।এছাড়াও পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির আয়োজন করা হয়, যেখানে যাত্রীদের পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রার গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হয়। এই অভিযানে প্রায়

২০০ জন রেলকর্মী অংশগ্রহণ করেন।অভিযানের অংশ হিসেবে প্লাস্টিক দূষণ কমানোর লক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার, ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রেলকর্মীদের জন্য প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস সংক্রান্ত কর্মশালাও আয়োজন করা হয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে কাপড়ের ব্যাগ বিতরণ করা হয়।এছাড়াও ্রকৃতস্বল্পও ডিভিশনের লালকুয়া, কাঠগোদাম, রূপপুর সিটি, কাশাগঞ্জ, কাশীপুর, হলদানি, ফারুখাবাদ, ফতেহগড়, কালৌজ, মথুরা ক্যান্ট, ইজ্জ।গার এবং পিলিভিত স্টেশনেও পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।পূর্বোত্তর রেলের তরফে জানানো হয়েছে, পরিবেশ রক্ষা এবং প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে রেলওয়ে ভবিষ্যতেও এই ধরনের সচেতনতা অভিযান চালিয়ে যাবে। যাত্রী, কর্মী এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণই পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্য সফল হবে বলেও জানানো হয়েছে।

NAME CHANGE
I NARAYAN KARMAKAR S/O LATE HARAKRISHNA KARMAKAR R/O VILL MADUJA BELTALAPARA P.S NABADWIP DIST NADIA AFE-DAVIT BY JUDICIAL MAGIS TRATE NABADWIP NA MA ON 14-5-26 MY GRAND MOTHER ABALA BALA AND ABALA DAS BOTH ARE SA ME PERSON MY GRAND MOTHER NOW DECEASED GRAND MOTHER ACTUAL NAME IS ABALA BALA DAS.

NAME CHANGE
I, Abdur Rashid SK, S/O Rahamat SK, resident of Alerapur, Raghunathganj-1, Murshidabad, do hereby declare that my name and my father's name were wrongly printed as 'ABDUR RASHID SEIKH' and 'RAHAMAT SEIKH' respectively in Passport No. T8626666. The correct names are 'Abdur Rashid SK' and 'Rahamat SK' respectively vide an affidavit No. 41502, sworn before the Ld SDESM, 1st Class at Jangipur Court on 06.05.2026. Abdur Rashid Seikh and Abdur Rashmat SK both are same and one identical person and Rahamat Seikh and Rahamat Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, China Haldar (Old Name) W/o.- Kanu Haldar R/o. Vill.-Bidaypur, P.O.-Bidaypur, P.S.-Balurghat, Dist.-Dakshin Dinajpur, Pin-733103 WB, that have change my name & shall henceforth be known as Dipa Haldar (New Name), vide an Affidavit dtd. 11.11.2025, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur. That, China Haldar and Dipa Haldar all are same & one identical person.



প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, মার্কিন বাহিনী এবং নাইজেরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে এই অভিযান সফল হয়েছে। এই ঘটনাকে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বড় ধাক্কা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম Truth Social(https://truthsocial.com)/utmsourcechatgpt.com)-এ ট্রাম্প একটি পোস্ট করে জানান, আবু বিলাল দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপনে থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কিন হাতে বড় ধাক্কা খেয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার নজর এড়াতে পারেনি সে। ট্রাম্পের ভাষায়, ও ভেঙেছিল লুকিয়ে বাঁচবে। কিন্তু আমাদের নজরদারি সর্বত্র রয়েছে। যারা নিরস্তর ওর গতিবিধির উপর নজর রাখছিল। এখন আর ও আফ্রিকার সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাতে পারবে না, আমেরিকানদেরও টার্গেট করতে পারবে না।মার্কিন প্রেসিডেঃট আরও দাবি করেন, আবু বিলালের মৃত্যুর ফলে বিশ্বজুড়ে আইএসের কার্যকলাপে বড় ধাক্কা লাগবে। বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকায় সংগঠনটির শক্ত ঘাঁটি দুর্বল হবে, পড়বে বলে মনে করছে ওয়াশিংটন। যদিও এই অভিযান কোথায়, পরিণালিত হয়েছে, কতক্ষণ ধরে চলছিল বা কীভাবে তারকে টার্গেট করা হয়েছিল-সে বিষয়ে. এখনও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। হোয়াইট হাউসও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করেনি। তবে

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিম আফ্রিকা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলোর অন্যতম সক্রিয় ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।আবু বিলাল আল মিনুকি দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক গোয়েঃদা সংস্থাগুলোর ‘ওয়ায়েটেড’ তালিকায় ছিল। ২০২৬ সালে বিবেশমন্ত্রী মার্কিন বিদেশমন্ত্রী কনসাল্টে কন্সট্রাক্ট তাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত বৈশ্বিক জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করেন। মার্কিন প্রশাসনের অভিযোগ ছিল, আফ্রিকার একাধিক দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা, অস্ত্র পাচার, জঙ্গি নির্যোগ এবং চরমপন্থী মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে সে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম আফ্রিকায় আইএস-এর বিস্তার গত এক দশকে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে নাইজেরিয়া, নাইজার, চাদ এবং ক্যামেরুন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে জঙ্গি কার্যকলাপ অনেক বেশি সক্রিয়। ২০১৫ সালে কুশাভা জঙ্গি সংগঠন ক্লাঌঃজ্বঙ্কডড আইএস-এর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার পর থেকেই এই অঞ্চলে সংগঠনটির প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকে। এরপর থেকেই পশ্চিম আফ্রিকাকে আইএস-এর অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের অনুমান,

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE
I, Rahamat SK, S/O Sahadat Seikh, resident of Alerapur, Raghunathganj-1, Murshidabad, do hereby declare that my name was wrongly printed as 'RAHAMAT SEIKH' in Passport No. U0701750. The correct name is 'Rahamat SK'. I further declare that my father's name was wrongly recorded as 'Sahadat SK' in my Licence to a Dealer (F.P.S. No. WB0033311666). The correct name of my father is 'Sahadat Seikh' vide an affidavit No. 41503 sworn before the Ld SDESM, 1st Class at Jangipur Court on 06.05.2026. Rahamat Seikh and Rahamat SK both are same and one identical person and Sahadat Sk and Sahadat Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Bidisha Hazra, W/O. Santanu Hazra dhd D/O Lt. Kumud Ranjan Bha, residing at 33 Fakir Para Road, P.O.-Behala, P.S.-Parnasree, Kolkata-700034, do hereby proclaim that my name in the birth certificate of my son Reetam Hazra is recorded as BIDISA HAZRA, instead of BIDISHA HAZRA. All are hereby informed that BIDISHA HAZRA and BIDISA HAZRA are the same person (Affidavit No.- 243 Date- 08/05/2026 Judicial Magistrate, Calcutta). I will henceforth be known as BIDISHA HAZRA.

NAME CHANGE
I, Shaikh Hasbul(Old Name) S/o.-Atiar Rahaman SK R/o. Balgona Rai Station, PO-Belonga T.D., P.S.-Bhatar, Dist-Purba Bardhaman, PIN-741325 WB, that have change my name & shall henceforth be known as HASIBUL SEKH (New Name), vide an Affidavit No. 16790 dtd. 14.05.2026, before the Ld. Ex-ecutive Magistrate Sadar at Purba Bardhaman. That, Shaikh Hasibul and HASIBUL SEKH all are same & one identical person.

NAME CHANGE
I, SAIFEE SHABBIJR JANGBARWALA alias SAIFUDDIN SHABBIRRHAI JANG-BARWALA(Old Name) S/o.-Shabbir Jangbarwala R/o. Oran Garden View, Block 4, 4th Floor, Flat 4A, 18, Paymental Garden Lane, Tangra, P.O. Tangra, Kolkata- 700015 WB, that have change my name & shall henceforth be known as SAIFEE SHABBIJR JANGBARWALA (New Name), shall henceforth be known as Diba Haldar (New Name), vide an Affidavit dtd. 11.11.2025, before the Ld. Judicial Magistrate at Calcutta. That, SAIFUDDIN JANGBAR-WALA, SAIFUDDIN SHABBIRRHAI JANGBARWALA and SAIFEE SHABBIJR JANGBARWALA all are same & one identical person.

NAME CHANGE
I, China Haldar (Old Name) W/o.- Kanu Haldar R/o. Vill.-Bidaypur, P.O.-Bidaypur, P.S.-Balurghat, Dist.-Dakshin Dinajpur, Pin-733103 WB, that have change my name & shall henceforth be known as Dipa Haldar (New Name), vide an Affidavit dtd. 11.11.2025, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur. That, China Haldar and Dipa Haldar all are same & one identical person.

মার্কিন-নাইজেরিয়া যৌথ অভিযানে খতম আইএসের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা আবু বিলাল

১৬ মে : আফ্রিকার মাটিতে আন্তর্জাতিক জঙ্গিবারের বিরুদ্ধে বড় সাফল্যের দাবি করল আমেরিকা। ইসলামিক স্টেট বা আইএস-এর দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা বলে পরিচিত কুশাভা জঙ্গি আবু বিলাল আল মিনুকি নিহত হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন মার্কিন

ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর নির্দেশেই এই জটিল এবং গোপন সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। এই অভিযানে সহযাত্রার জন্য নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক

বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে আইএস-সংক্র প্রায় সাত হাজারেরও বেশি যোদ্ধা সক্রিয় রয়েছে। তারা নিম্নিত হামলা, অপহরণ, অস্ত্র পাচার এবং স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে আবু বিলালের মৃত্যু সেই নেটওয়ার্কে বড় ধাক্কা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ সতর্ক করে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র একজন শীর্ষ নেতার মৃত্যু দিয়ে আইএস পুরোপুরি দুর্বল হয়ে পড়বে না। কারণ সংগঠনটি বহু বছর ধরেই বিকেঃগ্রীভূত কাঠামোয় কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যে ঘাঁটি দুর্বল হওয়ার পর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তারা নিজেদের নতুন ঘাঁটি তৈরি করেছে। ফলে আবু বিলালের মৃত্যুর পর নতুন নেতৃত্ব উঠে আসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই অভিযান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকাকেন্দ্রিক সন্ত্রাসবিরোধী কৌশলের নতুন দিকও তুলে ধরছে। মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উপস্থিতি কমানোর পর এখন আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের পরবর্তী বড় যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে সাহেল অঞ্চল এবং পশ্চিম আফ্রিকায়. ক্রমবর্ধমান জঙ্গি কার্যকলাপ আমেরিকা, ইউরোপ এবং আফ্রিকার দেশগুলোর জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। মার্কিন নির্বাচনের আবেহ ট্রাম্প এই অভিযানের সাফল্যকে নিজের নেতৃত্বের বড় উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্কে, দ্রুত সামরিক পদক্ষেপ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়টি। সব মিলিয়ে, আবু বিলাল আল মিনুকির মৃত্যু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও আইএস-এর মতো সংগঠনকে সম্পূর্ণ নিমূল করা এখনও বড় চ্যালেঞ্জ, তবুও এই অভিযান পশ্চিম আফ্রিকায় জঙ্গি নেটওয়ার্কের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা।

ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে চাপে বেসরকারি বাস পরিষেবা, ফের ভাড়া বাড়ানোর দাবি বাসমালিক সংগঠনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ মে : ক্রমবর্ধমান ডিজেলের দাম, যন্ত্রাংশের বায় বৃদ্ধি এবং পরিবহণ ব্যবস্থার আর্থিক সঙ্কটের কথা তুলে ধরে ফের বাসভাড়া পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাল বেসরকারি বাসমালিকদের সংগঠন সিটি সাবআরবান বাস সার্ভিস। সম্প্রতি রাজ্যের পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিবের কাছে একটি বিস্তারিত চিঠি পাঠিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা। সেই চিঠিতে বর্তমান পরিস্থিতিকে চরম উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করে অবিলম্বে বাসভাড়া সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছে।

বাসমালিক সংগঠনের দাবি, অস্বাভাবিক বাজারে অপরিমোচিত তেলের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেশের জ্বালানি বাজারে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শেষ বার বাসভাড়া সংশোধন করা হয়েছিল ২০১৮ সালে। সেই সময় ডিজেলের দাম ছিল লিটারপ্রতি ৬৮ টাকা। বর্তমানে সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২ টাকা ৪ পয়সা প্রতি লিটার। অর্থাৎ জ্বালানির খরচ ৩৫ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেলেও বাসভাড়ায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি বলে দাবি বাস মালিক সংগঠনের। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ২০২০ এবং ২০২১ সালে বাসভাড়া সংশোধনের জন্য দুটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছিলও সেই কমিটির রিপোর্ট আজ পর্যন্ত প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এমনকি সেই সুপারিশের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। কলকাতায় লিটারপ্রতি পেট্রলের দাম ৩ টাকা ২৯ পয়সা বে। ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা হয়েছে। কলকাতায় ডিজেলের দাম ৩ টাকা ১১ পয়সা বেড়ে ৯৫ টাকা ১৬ পয়সা হয়েছে। এর ফলে

বাসমালিকদের আর্থিক চাপ ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছে বলে দাবি করা হয়েছে।শুধু জ্বালানির খরচই নয়, বাস পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য খরচও একাধিক গুণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠন। যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধি, বিমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি, চালক ও কন্ডাক্টরদের বেতন,

গ্যারেজ খরচ এবং বিভিন্ন আইনি ও প্রশাসনিক ব্যয় মিলিয়ে বর্তমানে একটি বেসরকারি বাস রাস্তায় নামানোই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাসমালিকদের বক্তব্য, বর্তমান ভাড়ার কাঠামোতে পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া প্রায় অলাভজনক হয়ে উঠেছে। চিঠিতে আরও দাবি করা হয়েছে, ২০২০ এবং ২০২১ সালে বাসভাড়া পুনর্বিবেচনার জন্য দুটি পৃথক কমিটি গঠন করা হলেও সেই কমিটির রিপোর্ট আজ পর্যন্ত প্রকাশ্যে আনা হয়নি। শুধু তাই নয়, সেই সুপারিশের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। কলকাতায় লিটারপ্রতি পেট্রলের দাম ৩ টাকা ২৯ পয়সা বে। ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা হয়েছে। কলকাতায় ডিজেলের দাম ৩ টাকা ১১ পয়সা বেড়ে ৯৫ টাকা ১৬ পয়সা হয়েছে। এর ফলে

আরও বাড়ছে। টিটু সাহা তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে বহু বছর ধরে অত্যন্ত কম ভাড়ায় পরিষেবা দিয়ে আসছে বেসরকারি বাস। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি এই কার্যাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও

তবে বাসভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যেও উদ্বেগ রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির বাজারে নতুন করে ভাড়া বাড়লে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে বলে মনে করছেন অনেকে। ফলে একদিকে যেমন বাসমালিকদের আর্থিক সঙ্কট,



পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে লক্ষাধিক শ্রমিক, কর্মচারী এবং হাজার হাজার বাসমালিক। তাই এই পরিষেবাকে সচল রাখতে দ্রুত বাস্তবসম্মত ভাড়ার কাঠামো নির্ধারণ করা জরুরি বলে মনে করছে সংগঠন। পরিবহণ মহলের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন বাসভাড়া অপরিবর্তিত থাকায় বেসরকারি বাসমালিকদের আর্থিক সঙ্কট ক্রমশ তীব্র হয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু রুটে বাসের সংখ্যা কমে গিয়েছে। একাধিক মালিক বাস রাস্তায় নামাতে অনীহা প্রকাশ করছেন। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে শহর ও শহরতলির গণপরিবহণ ব্যবস্থায় বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষের স্বার্থ-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে রাজ্য সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই এখন নজর পরিবহণ মহল ও নিত্যযাত্রীদের। ঘটনাক্রমে, চলতি মাসের ৬ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী -সহ ছয় মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে পরিবহণ দফতর নিজের হাতেই রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনিই রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন এবং শেষবার বেসরকারি বাসভাড়া বৃদ্ধি হয়েছিল সেই সময়েই। তাই নতুন সরকারের আমলে পরিবহণ পরিষেবা ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা দেখেছেন বেসরকারি বাস সংগঠনগুলির একাংশ।

সিদ্ধুরে সাংবাদিক বৈঠকে হুগলির পুলিশ সুপার সানি কুমার রাজ



বনস্পতি দে, হুগলি, ১৬ মে : জমি কেনাবোচা, পুরানো কারখানার হাতবদল কিংবা প্রোমোটিং, যে কোনও কাজেই তোলা দেওয়াটাই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক দশক ধরেই হুগলি শিল্পাঞ্চলে তোলাবাজরের দৌরাহুয়া বেড়েই চলেছে। সামান্য বাড়ি তৈরি করতে গেলেও তোলা দিতে হচ্ছে। কলকারখানার মালিকদেরও মাসোহারা দিতে হচ্ছে। তা নিয়ে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠলেও ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যেতেন তোলাবাজরা। এ বার সেই তোলাবাজির বন্ধ করতে কেমর বেঁধে নামছে হুগলি জেলা প্রশসন। সিদ্ধুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে হুগলির পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সানি কুমার রাজ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তোলাবাজি বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলবে পুলিশ। তোলাবাজির অভিযোগ পেলেই কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এ ব্যাপারে কাউকেই রেয়াত করা হবে না। তোলাবাজির অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার পাণ্ডুয়ায় বেলুন ধামাসিন গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য কৃপাসিন্ধু ঘোষ-সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, বাড়ি তৈরি করার সময় একজনের কা থেকে তোলা চেয়েছিলেন কৃপাসিন্ধু। সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, কেউ তোলা চাইতে এবেই সঙ্গে সঙ্গে যেন পুলিশকে জানানো হয়। সেক্ষেত্রে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে। যদি কেউ মনে করেন, ফেন করেও অভিযোগ জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে অভিযোগকারীর নাম পরিচয় গোপন রাখা হবে।

তোলাবাজি বন্ধে পুলিশের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা। জেলার প্রাক্তন পুলিশ সচিবরা জানাচ্ছেন, নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই হুগলি শিল্পাঞ্চলে তোলাবাজির বিজ বপন হয়। এক সময়ে কোমগর, রিষা, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি এলাকায় তোলাবাজি করে বেড়াত কুখ্যাত গ্যাংস্টাররা। বন্ধ কলকারখানার মালপত্র চুরি করা থেকে পুরানো কারখানার জমিতে প্রোমোটিং, কারখানা মালিকদের থেকে তোলা আদায়ে সিদ্ধহস্ত ছিল দলবল। ধীরে ধীরে তারা হয়ে ওঠে হুগলি শিল্পাঞ্চলের ত্রাস। অভিযোগ, তকালীন শাসনদল তথা সিপিএম নেতাদের আশীর্দেই তারা প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল। তাই পুলিশ প্রশাসনের লোকেরাও তাদেরকে সময়ে চলত। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার কয়েক দিনের মধ্যেই হুগলিতে দুষ্কৃতীরা সেই সময়ে পাণিয়ে বেতাতা ধারা মধ্যে দুষ্কৃতীরা পুলিশের জালে পড়ে মারা গেল। এভাবে তোলাবাজির সাজাজা মোটের উপরে অটুট ছিল। কিন্তু সদ্য গঠিত বিজেপি সরকার তোলাবাজি বন্ধে ঝড়হস্ত হওয়ায় দেরিতে হলেও নেচেচড়ে বসেছে হুগলি জেলা পুলিশ। তোলাবাজি বন্ধ করতে গোটা জেলা জুড়েই অভিযানে নেমেছে পুলিশ। পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শ্রীরামপুরের বিজেপি বিধায়ক ভাস্কর ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘ বিজেপির সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। ভয় আউট হয়ে ভরসা ইন হয়েছে। এখন থেকে আর কোনও রকম তোলাবাজি কিংবা সিডিক্টে রাজ চলবে না। আইন ভাঙলে কাউকে রেয়াত করা হবে না।’ সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ শান্তপ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘ কর্তনও সোমাজ এগোবে না।- এই ভাবনাকে সামনে রেখেই মায়েদের সাথে আগামী দিনে বিরুদ্ধ জীবিকা কীভাবে গড়ে তোলা যায়, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। মায়েরা তাঁদের অস্তিত্বতার কথা ভাগ করে নেন এবং সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের আগামী দিনের রূপরেখা ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উদ্বোধন আর আলোচনার এই মেলবন্ধন শুধু একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি হয়ে রইল না বরং তা হয়ে উঠল সোনাখালী গ্রামের মা-বোনদের এগিয়ে যাওয়ার এক নতুন সোপান। নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের এই প্রয়াস আগামী দিনে এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানচিত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে, আজকের খণ্ডচিত্র সেই আশাই জাগিয়ে রাখল। এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষে সহ-সম্পাদক শিক্ষক পার্থসারথি মন্ডল, জয়েন্ট ট্রেজারার অমিত মান্না, এজিকিউটিভ মেম্বার ড. সাহিরুর রহমান, ডা. সাহিলউ ইসলাম, কৃষাপু বেরা, ইউনিট ইন্চার্জ প্রসেনজিৎ বর্মন সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সিএএ-তেই সমাধান, মতুয়া সম্প্রদায়কে আশ্বাস খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তিনয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত, ১৬ মে : মতুয়া সম্প্রদায়ের নাম ভেটোর তালিকা ও প্রশাসনিক নথি থেকে বাদ পড়া নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করেঅশোক কীর্তিনয়ার মতে, এই সমস্যার সমাধান সম্ভব একমাত্র সিএএ-এর মাধ্যমে। তাঁর দাবি, উদ্বাস্ত মতুয়ারা কোনওভাবেই সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন না, তবে দ্রুত সিএএতে আবেদন করলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান মিলবে। সম্প্রতি রাজ্যে এসআইআর-এর কারণে বহু মানুষের নাম ভেটোর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তার মধ্যে মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশও রয়েছে। এই ঘটনা ঘিরে বিশেষ করে বনগাঁ মহকুমা ও উত্তর ২৪ পরগনা অঞ্চলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে, কারণ এই এলাকাগুলিতে মতুয়া জনগোষ্ঠীর ঘনবসতি রয়েছে। মতুয়া সম্প্রদায় মূলত উদ্বাস্ত হিন্দু পরিবার, যারা দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব ও নথি সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতার মধ্যে রয়েছেন। ফলে ভেটোর তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পর তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, সরকারি পরিষেবা যেমন রেশন, স্বাস্থ্যসেবা বা সামাজিক প্রকল্প থেকে তারা বাদ পড়তে পারেন। এই পরিস্থিতিতেই আশ্বাস দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তিনিয়া। তিনি বলেন, উদ্বাস্ত মতুয়ারা কোনও সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন না। তাঁদের পাশে সরকার আছে। তবে যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের দ্রুত সিএএ-তে আবেদন করতে হবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, রাজ্য সরকারের অবস্থান

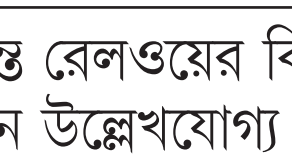


বিশ্লেষকদের মতে, মতুয়া সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভোটব্যাংক। বিশেষ করে বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, রানাঘাটের মতো এলাকায় তাঁদের প্রভাব নির্ধারণ করে নির্বাচনী ফলাফল। সাম্প্রতিক নির্বাচনে এই অঞ্চলগুলিতে বিজেপি-এর ভালো রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান অশোক কীর্তিনিয়া। ফলে মতুয়া ইম্যুতে তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, অতীতে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মতুয়া সম্প্রদায়কে ভুল বোঝানো হয়েছে এবং তাঁদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয়নি। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে

লাউডম্পিকার বিধি ঘিরে উত্তপ্ত আসানসোল, পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা-ভাঙচুরে গ্রেপ্তার ৭

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৬ মে : ধর্মীয় স্থানে লাউডম্পিকারের শব্দসীমা সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠা আসানসোলের রেলপাড় এলাকা। আসানসোল উত্তর থানা এলাকার জাহাঙ্গির মহল্লা পুলিশ ফাড়িতে হামলা, ব্যাপক ভাঙচুর এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও রায়্ফ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অহিন্দভঙ্গ এবং সরকারি সম্পত্তিতে হামলার ঘটনায় কোনওরকম আপস করা হবে না। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ধর্মীয় স্থানে লাউডম্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শব্দসীমা বেঁধে দেওয়া হয়। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, নির্ধারিত মাত্রায় বেশি শব্দে মাইক বাজানো যাবে না এবং নিয়ম অমান্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী এলাকাবাসীকে সচেতন

করতে এবং শব্দসীমা সংক্রান্ত বার্তা পৌঁছে দিতে রেলপাড় এলাকায় যায় পুলিশ। স্থানীয় মগিদের ও মসজিদ কমিটির সঙ্গেও বৈঠক শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সেই সময়



কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মোতামেন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী এবং রায়্ফ। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী অগ্রিমিত্রা খাটা। তিনি বলেন, রাজ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কঠোরভাবে লাগু করা হবে। কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের দোহাই দিয়ে জনমানসে অসুবিধা তৈরি বা রাস্তা বন্ধ করা বরদাস্ত নয়। শব্দদূষণ সীমার উপরে মাইক বাজানো যাবে না। আইন সার্বভৌমতা রক্ষা সমান। পুলিশকে আর ঝুঁটো জগল্লাহ হয়ে থাকতে দেওয়া হবে না। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার জানিয়েছেন, জমায়েতে মধ্য থেকেই আচমকা কিছু দুষ্কৃতী পাথর ছুড়তে শুরু করে। ঘটনায় পাঁচজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। বর্তমানে গোটা এলাকায় চহিয়ে তল্লাশি চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলার জড়িত প্রত্যেককে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। কমিশনারের কথায়, কাউকে রেয়াত করা হবে না। বর্তমানে এলাকায় রুডা পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আরও প্রশাসনের দাবি।

উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ডিভিশনে পণ্যপরিবহনে উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স

মালিগাঁও, ১৬মেঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের পণ্যপরিবহন কাজে তার বিভিন্ন ডিভিশনের পণ্যলোডিং-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন এবং এই অঞ্চলে বাণিজ্য ও পণ্যচলাচলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি গত পদক্ষেপ গুলোয় ফলে শক্তিশালী গতি অব্যাহত রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন গত পদক্ষেপ হিসেবে, ১৬ এপ্রিল থেকে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে রহমতপুর ও পাওয়াখালি স্টেশন দুটি-অভ্যন্তরীণ

এবং বাংলাদেশগামী উভয় প্রকার পণ্যপরিবহন সহ-বহির্গামী ও



অভ্যন্তরীণ পণ্যচলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বাঁশ পরিবহনকে উৎসাহিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোকে সহায়তা প্রদানের

মালিগাঁও, ১৬মেঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের পণ্যপরিবহন কাজে তার বিভিন্ন ডিভিশনের পণ্যলোডিং-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন এবং এই অঞ্চলে বাণিজ্য ও পণ্যচলাচলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি গত পদক্ষেপ গুলোয় ফলে শক্তিশালী গতি অব্যাহত রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন গত পদক্ষেপ হিসেবে, ১৬ এপ্রিল থেকে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে রহমতপুর ও পাওয়াখালি স্টেশন দুটি-অভ্যন্তরীণ

বিশেষ প্রতিনিধিঃ কলকাতার বিশিষ্ট প্রজেক্ট বিজয়ী, গায়িকা, সেলিব্রিটি প্রমার ও পেজেন্ট অফ শ্রীপর্ণা রায় সম্প্রতি নয়াদিল্লিরএন ডি এম সি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক গৌরবময় অনুষ্ঠানে ১০০ আইকনিক উইমেন অফ ইন্ডিয়া ২০২৬ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখা মহিলাদের সম্মান জানাতে পারসিয়া কমিউনিশেশন প্রাইভেট লিমিটেড এর উদ্যোগে এবং সংস্থার ডিরেক্টর তবাসুম হক ও সুবোধ জৈন –এর নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীপর্ণা রায় দীর্ঘদিন ধরে সৌন্দর্য ও ফ্যাশন জগতে নিজের দক্ষতা ও সাফল্যের মাধ্যমে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছেন।

ও পেজেন্ট প্রতিযোগীদের গ্রুপিং,পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, র‍্যাংগপ্‌ওয়াক, পাবলিক স্পিকিং এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক ভাবনের গল্প শুন পেয়েছে সংখ্যাত হানাকি রচিত গ্লোবাল সুপারস্টার পুস্তকে, যেখানে বাংলার ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। এই সম্মান পেয়ে শ্রীপর্ণা জানান, এই স্বীকৃতি তাঁকে আরও অনুপ্রাণিত করবে যাতে আগামী দিনেও নারীদের আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর হয়ে নিজেদের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যেতে পারেন। এই পুরস্কার তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতি নয়, বরং নারী ক্ষমতায়ন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ।



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৬ মে : রাজ্যে বেআইনি নির্মাণ এবং অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে এবার আরও কড়া অবস্থান নিল বিজেপি সরকার।

বিশেষ করে বেআইনি মাদ্রাসা নিয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। তাঁর হুঁশিয়ারি, কোনও বেআইনি মাদ্রাসা চালাতে দেওয়া হবে না। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে যদি সেগুলি চালু রাখা হয়, তাহলে প্রয়োজনে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে ফেলা হবে। শনিবার বর্ধমানে নিজের বাড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিবেক্ষারক মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট বলেন, কোনও বেআইনি কাজ একেবারেই বরদাস্ত করা হবে না। সরকারি জমি দখল করে কেউ কিছু চালাতে পারবে না। সরকারি জায়গা উদ্ধার করা হবে, প্রয়োজনে বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ করা হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশএবং আসামএ বেআইনি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে যেভাবে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও সেই একই নীতির ইঙ্গিত মিলল ক্ষুদিরাম টুডুর বক্তব্যে। গত কয়েক বছরে উত্তরপ্রদেশ এবং অসমে বহু

সোনাখালী গ্রামে নতুন ভোরের আলো, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এনএসএফ-এর অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনাখালী, ১৬ মে : ২ সকালাট আর পাঁচটা দিনের মতো ছিল না। বাতাসে ছিল এক নতুন স্তব্ধের সুবাস, আর চোখে ছিল স্বনির্ভরতার স্বপ্ন। বাসন্তী ব্লকের ৬ নম্বর সোনাখালী গ্রামে আজ মিলেমিশে গেল সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের এক অনন্য কোলাজ। নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের ‘ ইউনিট’-এর উদ্যোগে আজ এলাকায় এক জোড়া তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। একদিকে যেমন ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রেখে নবনির্মিত টমালোট ও ইউনিরালের দ্বারোদঘাটন করা হলো, তেমনই অন্য এক মঞ্চে রচিত হলো গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার আগামীর ব্লু-পিন্ট। অনুষ্ঠানের সূচনা ছিল অত্যন্ত গাষ্ঠীর্থপূর্ণ এবং অনুপ্রেরণাদায়ক।

নেতাজী সুভাষ একাডেমির প্রাক্কণে গর্বের সাথে উদ্‌গোলিত হয় ভারতের জাতীয় সূচক। উত্তোলন করেন ভূমিদাতা মাননীয় সুভাষ নন্দ্বর ও সংগঠনের সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা। এরপর স্বাধীন ভারতের মহানায়ক নেতাজী শ্রদ্ধায় মল্লদান করেন কোথামুন্ডা মাননীয় শিক্ষক বিনু্যং তিয়ারী।



আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি মেম্বার ও এজিকিউটিভ মেম্বররা। তাঁদের উপস্থিতি সংগঠনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকেই প্রকাশ করে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভূমিদার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ত্রুটিমাত্রা সুভাষ নন্দ্বর। যার দান করা ভূমির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে

আগামী দিনকে বদলে দেওয়ার প্রত্যায়। গ্রামীণ ও গঠনমূলক পরিকাঠামোর উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। বাসন্তী ইউনিটের এই নবনির্মিত আধুনিক টমালোট ও ইউনিরাল সূচকটি উদ্বোধনের ফলে নেতাজী সুভাষ একাডেমির ছাত্র ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের একটি বড় সমস্যার সমাধান হলো। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগে নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের এই প্রয়াস আগামী দিনে এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানচিত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে, আজকের খণ্ডচিত্র সেই আশাই জাগিয়ে রাখল। এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষে সহ-সম্পাদক শিক্ষক পার্থসারথি মন্ডল, জয়েন্ট ট্রেজারার অমিত মান্না, এজিকিউটিভ মেম্বার ড. সাহিরুর রহমান, ডা. সাহিলউ ইসলাম, কৃষাপু বেরা, ইউনিট ইন্চার্জ প্রসেনজিৎ বর্মন সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ডার্বির আগে উত্তেজনার পারদ চড়ছে!

আপুইয়ার ফিটনেসে স্বস্তি মোহনবাগানে,
সেটপিসে ভরসা রেখে জয়ের ছক কষছে ইস্টবেঙ্গল

নেইজ সর্বাধিদাতা, কলকাতা, ১৬ মে : কলকাতা ডায়িহাসে আর মেগে, উজেন্জনা, ইতিহাসে আর কোটি সমর্থকের হৃদম্পন্দনের লড়াই। আর সেই মহারথের ছায়ে শহর কলকাতায় এখন ফুটবল ঘরে চমচে। রবিবারের বহু প্রতীক্ষিত আইএসএল ডার্বিকে সামনে রোনি দায়ি প্রদান মাহেন বাগান সুপার জায়ন্ট এবং ইই বহুদল একসি জিন্সের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। একদিকে যেমন মাহেনবাগান শিবিরে চোটে নিয়ে কিছুটা উদ্বেগে ভিঁরে হয়েছে, অন্যদিকে আপুহায়ার ফিটনেস ফিরাতেই স্তব্ধ হওয়া বইছে সবুজ-মেরুন তার্বতে। একইসঙ্গে ইই বেঙ্গল ও জয়ের লক্ষ্যে বিশেষ মজার দিচ্ছে সের্গিস কৌশল। শুক্রবারের অনুশীলনে মাহেনবাগান সমর্থকদের চোখে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে Jamie Maclaren-এর অবস্থা। অনুশীলন শেষে ডান পায়ে বিশাল রফের ব্যান্ডেজ বেঁধে কাঠ ছাডতে দেখা যায় অজি স্ট্রাইকারকে। সেই দুডে দেখেই কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সমর্থকরা। মার্চের বাইরে দাড়িয়ে অনেক তার নাম ধরে ডাকলেও এদিন বিশেষ প্রতিক্রিয়া নেননি ম্যাকলারেনে। সতীর্থদের সঙ্গে দ্রুত গাড়িতে উঠে স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে যান। তিনি যদিও ক্লাব সূত্রে এখনও পর্যন্ত গুরুতর চোটের কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। শনিবার তার শারীরিক অবস্থার আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যেই অনুশীলনের সময় চোটে পেয়ে কাঠ ছাডতে ভরপ ফুটবলার Abhishek Singh যদিও প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, তার চোট গুরুতর নয়। বহু ডার্বির মধ্যে দুর্দিন আগে কোনও ঝুঁকি

ফলে চাননি কোচ Sergio Lobera। ফলে বাকি সময় আর অনুশীলনে রাখা হয়নি অভিষেককে। ফিজিওর সঙ্গে মার্চ ছাড়তে দেখা যায় তাঁকে। তবে এই উদ্বেগের মধ্যেও মোহনবাগান শিবিরে সবচেয়ে ইতিবাচক খবর নিঃসন্দেহে



Lalengmawia Ralte ওরফে আপুইয়ার সম্পূর্ণ ফিট হয়ে অনুশীলনে ফেরা। আগের ম্যাচে Inter Kashi-র বিরুদ্ধে তাঁকে না পাওয়ায় মাঝমাঝে ভারসাম্যের অভাব স্পষ্ট ছিল। বল নিয়ন্ত্রণ, আক্রমণ গড়া এবং রক্ষণে সাহায্য-সব ফেট্রেই আপুইয়ার অনুপস্থিতি ভুগিয়েছিল দলকে। ফলে ডার্বির আগে তাঁর ফিরে আসা নিঃসন্দেহে বড় স্বস্তির খবর। শুধু আপুইয়া নয়, রক্ষণভাগেও শক্তি বাড়ছে মোহনবাগানে।

সমর্থক রুশান দেবনাথের উপহার দেওয়া একটি ফটো ফ্রেম গ্রহণ করেন পেত্রাভোস। শুধু তাই নয়, ছোট্ট সমর্থকের সঙ্গে ছবি তুলেও তাকে উৎসাহ দেন তিনি। এর আগেও রুশানকে নিজের ব্যবহৃত খেলার সামগ্রী উপহার দিয়েছিলেন



এই অজি তারকা। ডার্বির উত্তেজনার মধ্যেও এই মানবিক আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে ইস্ট ফিল্ডের এফসি কেও। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে না থাকায় গোলকিপার Prabhukhan Gill-কে নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। তবে শুক্রবার তিনি পুরোদমে অনুশীলনে অংশ নেন। ফলে লাল-হলুদ শিবিরে অনেকটাই স্বস্তি ফিরেছে।

বছ বছর পর লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের

সেই ইংরেজের জোরালো
নাবিদার হিসেবে তুলে ধরেন
সেই ইংরেজই
সমর্থকদের উদ্দানও এবার অন্য
মায়ায় পৌঁছেছে। শুক্রবার
অনুশীলনেও তার স্পষ্ট প্রাণ
মনোহলে মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে
সমর্থকদের জোরালো চ্যালেঞ্জ মুখ
থেকে ওঠে পরিষে। অনুশীলন শেষে
লভ বোসে ওঠার সময় সেই
উদ্দেশ্যবোধ প্রতিপ্রকাশ হয় নাড়িয়ে
শুভঙ্কে জানান কোচ Oscar Bru-
zon সুদূর খবর, ভারতকে
ইন্টারনেট বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে
স্টেটিস পারিস্থিতির উপর। করার,
ফ্র-কিক এবং লং থ্রো থেকে
আগালের সুযোগ তৈরি করার জন্য
মালাদা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
কারণ বড ম্যাচে অনেক সময়
ওয়েপেন প্লের চেয়ে সেটসিই ম্যাচের
কার্য নির্ধারণ করে দেয়। কোচিং
টাফ কিন্তু বিষয়টিকেই বাড়তি
গুরুত্ব দিচ্ছে। এদিকে শহর
অঞ্চলগুলো ভার্ভি য়ের উদ্দান
এখন বুড়ে জানা গিয়েছে, ম্যাচের
৮৮ ঘটনা আগেই টিকিট প্রায়
শেষের পথে। সমর্থকদের সুবিধার
জন্য ম্যাচ শেষে অক্টোবর ২০০টি
বাস চালানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
রাবারের বিভিন্ন করুণাপূর্ণ রুটে।
পাশাপাশি থাকবে বিশেষ মেট্রো
এবং ফেরি পরিষেবাও। সব
মিলিয়ে, রাবারের ভার্ভি শুধু তিন
মেট্রোর লড়াই নয়—এটি গর্ব,
ইতিহাস এবং আবেগের যুদ্ধ।
একদিকে আইওয়ার ফেরা ও রক্ষণ
জোয়ার দিয়ে আত্মনির্ভরশীল
মানবজাতির, অন্যদিকে সেটিপি
কৌশল ও সমর্থকদের উদ্দানাকে
যাতায়াত করে প্রস্তুত ইস্টবেঙ্গল।
অনেক অপেক্ষা শুধু মহাঘরের বাঁশ
লাজার।

ইউটিউবে দেখা যাবে ফুটবল বিশ্বকাপ? সম্প্রচার ঘিরে জটিলতা, ভারতে এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি

৬ মে : বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্তদা ঘিরে সংগ্রহে উঠছে।
আমার মাত্র কয়েক গায়েই অপেক্ষা।
মেক্সিকো এবং কানাডার মাটিতে শুরু হতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল মহাযুদ্ধ। এবার প্রথমবারের মতো ৪৮টি দেশ অংশ নেবে। এই টুর্নামেন্টের ফলে আমেরিকা আগের যেকোনো বারের মতো আমেরিকা বেশি। কিন্তু এত বড় টুর্নামেন্ট আগের মতো ২৫ দিন বাকি থাকলেও ভারতের ক্ষেপণাস্রোত এবং কীভাবে বিশ্বকাপ দেখতে পারবেন। বিশ্বজুড়ে সম্প্রচার সংক্রান্ত পরিবর্তন আমেরিকা হয়ে গেলেও ভারতের ক্ষেপণাস্রোত এবং কীভাবে জালা হলেও ৮৮টি দেশের সঙ্গে সম্প্রচার চুক্তি বর্তমানের চুক্তি করে ফেলেছে।
আমেরিকা চিন্তে বিশ্বকাপ সম্প্রচার নিয়ে যে জটিলতা ছিল, এখনও অনেকটা মিলে গেছে। কিন্তু ভারতের অনেকটা মিলে গেছে।
আমার সেই কারণেই দেশের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর মধ্যে বাড়ছে উত্তেজনা।
মূল সমস্যা তৈরি হয়েছে সম্প্রচারের মূল্য নিয়ে। ২০২৬ এবং ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের সম্প্রচার অধিকার বিক্রির জন্য বিশ্বজুড়ে ভারতের বাজারে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাম ধার্য করা হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রার যার পরিমাণ প্রায় ৯০ কোটি টাকা।
কিন্তু দেশের বড় সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলি সেই অঙ্ককে অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতে পারে।
এবং ফিফার চাওয়া তুলনায় অনেক কম অর্থের প্রস্তাব দিয়েছে।
আমার সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ভারতীয় টানা অপেক্ষা। এই পরিস্থিতিতে ফিফার কয়েকটি উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শকরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের নাম। একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, এবং বিশ্বকাপ সম্প্রচারের দৌড়ে এগিয়ে আসতে পারবে।
এবং যদি চুক্তি চূড়ান্ত হয়, ভারতের ভারতীয় দর্শকরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্বকাপ দেখতে পারবেন।
এবং ফিফার চাওয়া তুলনায় অনেক কম অর্থের প্রস্তাব দিয়েছে।
আমার সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ভারতীয় টানা অপেক্ষা। এই পরিস্থিতিতে ফিফার কয়েকটি উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শকরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের নাম। একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, এবং বিশ্বকাপ সম্প্রচারের দৌড়ে এগিয়ে আসতে পারবে।

অনেক দর্শকের জন্য অতিরিক্ত
বাজারের বিষয়টি বড় হয়ে দাঁড়াতে
পারে। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে,
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচার হলে
সামান্য বা কম ইন্টারনেট-নির্ভর
দর্শকেরা কতটা সুবিধা পাবেন।
সময়ও বড় টেলিভিশনের বিষয় হল,
অর্থনৈতিক পর্যায়ে বিশ্বে
সম্প্রচার নিয়ে কোনও নিশ্চিত
সমাধান নেই। ডিজিটাল স্ট্রিমিংয়ের
সম্ভাবনা থাকলেও কোটি কোটি
দর্শক এখনও টিভির ওপর
নির্ভরশীল। বিশেষ করে বিশ্বকাপের
সময়টো টুর্নামেন্ট পরিবার বা বন্ধুদের
সঙ্গে বড় পর্দায় দেখার সংস্কৃতি
অর্থনৈতিক ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই
পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি সম্প্রচার সংস্থা
কিছুটা আশা জাগিয়েছে। জানা
জায়গায়, দূরদর্শন ফিফাকে ৫ কোটি
দর্শকের একটি প্রস্তাব দিয়েছে। তবে
সময়ই প্রমাণে পুরো টুর্নামেন্ট ম্যাচ
শুধুমাত্র নকআউট পর্বের ম্যাচ
সম্প্রচারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ
যদি এই চুক্তি কার্যকর হয়, তাহলেও
দর্শক পর্বের অধিকাংশ ম্যাচ সাধারণ
দর্শকেরা চিহ্নিত দেখতে পাবেন না।
সময়টো। কারণ ফুটবল জনপ্রিয়তার
নিরিখে ক্রিকেটের পরে ভারতের

[illegible]

ডার্বির আগেই বড় পরিবর্তন! যুবভারতী থেকে সরল
‘বিশ্ব বাংলা লোগো, পালাবদলের ছাপ এবার ক্রীড়াঙ্গনেও

নেত্র জঙ্গ স্বাধীনতা, কলকাতা, ১৬ মে: উর্দুর উত্তাপ তখন ধীরে ধীরে চমকে উঠছে, ঠিক তখনই আরেক বড় পরিবর্তনের সাক্ষী থাকল যুবভারতী ক্রীড়াসভা। বহু বছর ধরে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশে দেখা যাওয়া 'বিশ্ব বাংলা লোগো' এবার সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তার জায়গায় বসানো হয়েছে জাতীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভ। রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রাধান্যিক ও সরকারি পরিকাঠামোতে যে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিথিলা, এবার তারই স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গেল বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক ক্রীড়াসভা।

বিবির বহু প্রতীক্ষিত কলকাতা ডার্বী-তে মুম্বাইয়ের হে মোহান বাগান সার্ভার জামাট এবং ইস্ট বেঙ্গল এফসি। এইসবএল মরুমের দেয়াল অনেকটাই নির্ধারিত হতে পারে এই উদ্দেশ্যে ফলে উর্দিকে হিরে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এমন তুঙ্গে। টিকিট প্রায় শেষ। শহর জুড়ে সজা সাজ র। আর সেই আবেশে মধ্যে যুবভারতী থেকে 'বিশ্ব বাংলা লোগো' সরানোর ঘটনটি নতুন রাজনৈতিক ও প্রাধান্যিক বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, তৃণমূল সরকারের আমলে 'বিশ্ব বাংলা গ্র্যান্ড লোগো' কার্যত পশ্চিমবঙ্গের পরিচিত প্রতীক হয়ে উঠেছিল। রাজ্যের শুল্ল ইউনিফর্ম থেকে সরকারি

প্রকল্প, সরকারি নাথ, দপ্তরের চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন-প্রায় সর্বত্রই এই লোগো ব্যবহার করা হত। 'ব অক্ষরকে কেন্দ্র করে তৈরি ওই নকশার সঙ্গে ছোট আকারে জাতীয় প্রতীক অশোকচক্রও যুক্ত থাকত।



ধীরে ধীরে সেটি শুধু প্রশাসনিক প্রতীক নয়, তৎকালীন সরকারের ব্র্যান্ড পরিচিতিতেও পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পারাভাদলের পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন সরকারি ভবন, দপ্তর এবং সরকারি ব্যবস্থায় ব্যবহৃত 'বিশ্ব বাংলা লোগো' সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা

যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক সরকারি ওয়েবসাইট, প্রশাসনিক নথি এবং সরকারি যোগাযোগ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র জাতীয় প্রতীক ব্যবহারের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল যুবভারতী।



ক্রীড়াঙ্গনও।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিবর্তন শুধুমাত্র একটি লোগো বদল নয়, বরং এটি প্রশাসনিক দর্শন ও রাজনৈতিক পরিচয়েরও পরিবর্তনের প্রতীক। কারণ দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে রাজ্যের সরকারি পরিচিতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল ‘বিশ্ব বাংলা’ নামটি। ফলে সেটিকে পরিবর্তন দেওয়া নিঃসন্দেহে বড় প্রতীকী সিদ্ধান্ত। এই লোগো নিয়ে অতীতেও

বৈষ্ণব তৈর হয়েছিল। অভ্যোগ উচ্চিল, রাজ্য সরকারের ব্যবহৃত 'প্যাণ্ডার' মালিকানা ও আইনি স্বৈরতা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। বিব্রোথীদের দাবি ছিল, সরকার প্রতীতি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এটি হচ্ছে বৈষ্ণবরা স্বত্ত্বের সম্পর্ক ছিল। ব্যাধিও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার এই লোগো যতদিন চুইয়া ব্যবহার করতে পারবে। আর ব্যবহার বন্ধ হলে সেটি পুনরায় তাঁর কাছেরে ফিরে যাবে। ফল ঘোষণার পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে পরিবর্তনের ছিট মিলতে শুরু করেছিল। সূত্রের খবর, মুন্সিপিচি কবেছিল দরজকে সরকারি নথি ও তৎব্য সঙ্গক্ষেণের বিষয়ে চিটি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিটিতে 'বিশ্ব বাংলা লোগো ব্যবহার করা হয়নি' বলা হয়েছিল। জানা যায় এরপর থেকেই প্রশাসনিক মহলে লোগো পরিবর্তনের জল্পনা আরও জোরালো হয়ে ওঠে। বর্তমানে রাজ্যের স্কুল সিস্টেম, সরকারি চিটিপট, দপ্তরের নথি এবং গবেষণা চিটি, স্মুত্র জাতীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভ ব্যবহৃত হতেছে। সেই ধারাবাহিকতাই বৈষ্ণব যুববাহরীতেও নতুন প্রতীক বসানো হয়েছে। ক্রীড়াপ্রেমীদের একাংশের মতে, ডার্বির ঠিক আগে এই

সর্ববর্তন আরও বেশি করে নজর কেড়েছে। যুবভারতী শুধু একটি স্টুডিয়াম নয়, বাংলার হৃদবল।
আহরণের অন্যতম প্রতীক। বহু
ঐতিহাসিক ম্যাচ, আন্তর্জাতিক
টুর্নামেন্ট এবং অসংখ্য আহরণের
চর্চাকাণ্ড এই মাঠ। ফলে সেখানে প্রতীক
বদলের ঘটনাকে নিছক প্রশাসনিক
সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছেন না
অনেকেই। রাজনৈতিক পালাবদলের
ফলে এবার বাংলার ক্রীড়া
পরিচালকামতেও স্পষ্ট হয়ে উঠছে
আরও মত বিশ্লেষকদের। এপিকে
ডাভির্ষি ঘিরে পরিবর্তন ও পরিবহন
ব্যবস্থা ও কোলাহল কা হলেছে। ম্যাচ
শেষে সর্মথকদের বাড়ি ফেরার
বিবেচনা জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা, বিশেষ
মনিটরিং এবং শেরি পরিবেশাব ও ব্যবস্থা
লাগা হলেছে। শর জুড়ে এখন শুধুই
ডাভির্ষি উত্তেজনা। আর সেই আরহেই
যুবভারতীর নতুন চেহারা ঘিরে শুধু
হলেছে নতুন আলাচনা। সব
মিলিয়ে, ডাভির্ষি আগেই যুবভারতী
থেকে 'বিশ্ব বালা লোগো সরিয়ে
উঠেওয়া শুধু প্রশাসনিক পরিবর্তন
নয়, বাংলার রাজনৈতিক ও
সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরও এক
সুস্পষ্ট প্রতীক হয়ে উঠেছে।
হৃদবল মার্গের আগে এই বদল
হলেই মার্গের বাইরেও সমানভাবে
আলাচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

বিরাট লক্ষ্মীলাভ
ঈশানের

৩৬ মে : আইপিএলে ভালো ছন্দে
 খেলেছেন তিনি। সানরাইজার্স
 হায়দরাবাদের হয়ে ১২ ম্যাচে
 করেছেন ৪২০ রান। প্যাট কামলের
 পরপস্থিতিতে কিছু ম্যাচে দলকে
 নতন্ত্রণ দিয়েছেন তিনি।
 আইপিএলের মারেই লক্ষ্মীলাভ
 দশন কিমানের। সানরাইজার্স
 হায়দরাবাদের এই ক্রিকেটার
 তারভের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে
 বড় অবদান রেখেছিলেন।



RITES LIMITED
(A Government of India Enterprise)
Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurugram – 122001
CIN No: L74939DL1974GOI007227

Requirement of professionals for the following post(s) / discipline(s) through interview at RITES Office.

VC No(s).	Individual Consultant Post(s)	No. of Posts	Payment for Services (In Rs. P.M.)	Mode & Venue of Selection process
YP/39-58/26	For various posts under Civil /Mining / IT / Electrical/ Instrumentation/ Mechanical / etc. disciplines. Location - Aizawl, Mizoram	23	20,000/- to 2,00,000/-	RITES Corporate Office Gurugram (or) RITES Guwahati Office (or) Video conferencing

For details regarding application, T&Cs etc, candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website www.rites.com under Career Section.


 পুর
 একম
গীতাঞ্জলি

আইপিএল ফাইনালের আবহে ক্রিকেট কূটনীতির নজরকাড়া মঞ্চ আহমেদাবাদ

হুই, ১৬ মে ১ ক্রিকেট বিশেষ অনা
আহমেদাবাদ। কদিকে ইতিহাস।
মহাপ্রাণ, আনন্দিকে আন্তর্জাতিক ক্রি
বৈঠক-দুই মিলিয়ে আগামী ৩০ ও
চলছে বিশ্ব ক্রিকেটের কেন্দ্রবিন্দু। অ
বলে আলোচনার বিষয় এখন এক
সত্যিই ভারতে আসবেন? আগামী
নম্বে মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত
১০২৬ কালি। বিশ্বের বহুতম ক্রি
ধর্ম উদ্ভেজনা ইতিমধ্যেই তুঙ্গে।
শেষে আয়োজন করা হয়েছে আ
বঠকের। ৩০ এবং ৩১ মে নির্ধা
বিশ্বের শীর্ষ প্রশাসকদের উপস্থি
ক্রিকেট, প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক
মেলকদমের সাক্ষী হয়ে চলছে।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এর চেয়ার
এই বৈঠক কবে আইপিএল ফর্মানে
জানানো হয়েছে। আইসিসির
প্রতিনিধিদের জন্য এই নিয়মিত
জানা গিয়েছে তবে নকলির সফ
পাকিস্তানে শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃ
এখন নির্ভর কচ্ছে তার ভারতে আ
ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণপ্রাপ্ত পাকিস্ত
পাটিয়েছেন। সেখান থেকেই চূড়ান্ত
ভারতে সফরের অনুমতি পাবেন কি
কবে ভারত পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্র
নিয়ে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মত

বড় মঞ্চ হতে চলছে ফাইনালের
লিগ ফাইনালের
উ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ
যে শহরটি হয়ে উঠতে
মোহরার বছরের সবচেয়ে
—মোহসিন নকিতি কি
এখন সে আহমেদাবাদের
ত চলছে আইপিএল
ট স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ
র ব্যাটে এইই সময়ে
দাসির ট্রেনাসিক বোর্ড
এই বৈঠকে ক্রিকেট
র কথা রয়েছে। ফলে
কুটনীতির এক বিরল
দাদাবাদী সূত্রের খবর,
যে মোহসিন নকিতিকেও
পশ্চিম থাকার আমন্ত্রণ
সদস্য দেশগুলোর
ট্যাকলের অংশ বলেই
এখনও নিশ্চিত নয়।
য অনুমোদনের উপরই
জানা গিয়েছে, দশকে
প্রধানমন্ত্রীর নকিতি
রাজ্য নেওয়া হবে তিনি
। এই পরিস্থিতি নতুন
আইসিআর বৈঠকে
পাকিস্তানে
ক্রিকেট প্র
নিষিদ্ধ
ফাইনালো
প্রশ্নোত্তর
গুরুত্বপূর্ণ
অত্যন্ত সং
বহা। শুধু
হয় দুই দে
শুধুমাত্র
এটি বৃহত্ত
করেক প
বৈঠক
ফাইনালো
জানা গি
চলাকাল
ফলে বিডি
দুই-ই উ
বড় মাত্রা
জনপ্রিয়
দর্শক, ত
উপস্থিতি
ক্যালেন্ডার
স্টেডিয়াম
দিন উপস্থি
উপস্থিতি
প্রতিনিধি,

প্রতিনিধির উপস্থিতি নতুন কিছু নয়।
নবনের অংশ হিসেবেই বিভিন্ন দেশের
প্রতিনিধি হতা কিস্তি ভারতের মাটিতে
হাতো বড় মধ্যে একজন শীর্ষ পাকিস্তান
প্রতিনিধি নিসদেহে আলাদা রাজনৈতিক
কপটতায় ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক দী
র্ঘদিনের শীর্ষ। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক তি
সেই পিসি এবং বহুজাতিক টর্নামেন্টে
সেই পিসিহিত্তে নকবিত্ত সম্ভাব্য ভার
কর্তৃপক্ষ প্রকাশনিক সমগ্র হিসেবে থো
কর্তৃপক্ষনৈতিক বার্তাও বহন করে পাত
অহিসিগিরি তারফে আহমে
সিদ্ধান্ত মূল্য বর্জসিক সুবিধা
সময় মিলিয়ে নেওয়ার কারণেই
হা। অতীতেও বড় আন্তর্জাতিক ক্রি
গণ করে পালেনা। এবার সেই পি
ছে কারণ অহিপিএন ফাইনাল হয়ে
হিপিইজি ক্রিকেট ম্যাচে পরিণত হযে
জর্জটিক সম্প্রচার এবং বৈশ্বিক
ইয় ম্যাচ এখন কার্যত আন্তর্জাতিক
আনামত বড় আকর্ষণ। বিশেষ
সবে পরিচিত নবরূপে মাফি স্টেডিয়ামে
তা ডিউ হওয়ার সন্তাবনা, রয়েছে ক্রি
পঞ্চাশটিজি মালিক, সম্প্রচার সন্তা এবং

[illegible]

দেখাওঁ কাৰ্যত বিশ্ৱ ক্ৰিকেট প্ৰশাসনেৰে হতে চলোহে।
ওঁ শেহ কিল্লি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নিয়ে
হেছে। ভবিষ্যতৰ বৈশ্বিক টুৰ্ণামেণ্টৰ
লি, ক্ৰিকেট কাৰোৱাৰে পুনৰ্নিৰ্মা
গতৰতা পৰিকল্পনা নিয়ে আলোচনা
ৰ। যদিও গুপ্তি নিয়মিত প্ৰশাসনিক
হেৰেৰ সময় এবং স্থান এই ঠৈলক
হেছে। সবচেয়ে বেশি নজৰ এখন
দিলে। তিনি যদি বাৰত আহে, এ
ক্ৰিকেট সম্পৰ্কেৰে ক্ষেত্ৰে ইতিবাচক
পায়ে। বাৰেৰা ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি
হালি। অঠেক যোগ দেয়াৰ পৰিষ্কা
গল্পনা রয়েছে। ক্ৰিকেট বিশ্বেশ্বকদেৰ
প্ৰশাসন, ব্যবসা এবং কৃষীনিতি একে
জড়িয়ে পড়েছে। ফলে আইপিএল
আসৰ এবং অনধুমাৰ মাঠেৰ
এৰে সম যুক্ত হুছে। আন্তৰ্জাতিক
ৰাৰ ভাৰসাম্য এবং বৈশ্বিক ক্ৰিকেট
ৰ মিলিয়ে, আইপিএল ফাইনালেৰ
ঠৈৰ হতে চলোহে এক অনন্য
হালি, অন্যদিকে ক্ৰিকেট প্ৰশাসনেৰে
মাঝামাঝে পাকিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ড
ৰ বাডতে থকা ঠৌতহ। এখন
ন নকৰ্তি ভাৰতে থা ৰাখেন কি না,
হেছে ক্ৰিকেটৰ বাইৰেও বড় তাৎপৰ্য



mpur, PS : Arsha, Beside
thya, Purulia, pin : 723201
 ব্যবস্থা দুটোকেই বাকার ব্যবস্থা।
 গাতির মাংসে, পাশলাইই চাইনিজ আইটেম,
 ব্যবস্থা আছে। সব ও অফিস ব্রাইজার
 বাদ্য, পাতা দাঁক এর ব্যবস্থা আছে।


tanjaliforestretreat@gmail.com
CHECK OUT : 09.00 AM